রোমের ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত।

—০০—

হুগলী।

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

——*——

১৮৬৩।

——*——

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

রোমের ইতিহাস।

—✱০✱—

প্রথম অধ্যায়।

—✱✱—

[ইটালী দেশের প্রকৃতি ও বিভাগ—ঐ দেশ নিবাসী প্রাচীন জাতীয়দিগের সংক্ষেপ বিবরণ—রোমের পূর্ব্বাবস্থা—উহারপ্রকৃত প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব—রোমীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা—শাসন-প্রণালী—বিবিধ প্রকার সাধারণী সভা—ধর্ম্ম-প্রণালী—রাজতন্ত্রতার নাশ।]

ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে ইটালী নামে একটী প্রায়োদ্বীপ আছে। ঐ প্রায়োদ্বীপের সর্ব্বত্রই জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর এবং ভূমি সাতিশয় উর্ব্বরা। উহার মধ্যভাগে মেরুদণ্ড স্বরূপ আপিনাইন্ নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এবং সেই পর্ব্বতের পূর্ব্ব পশ্চিম বিভাগের উপত্যকা সমস্তে নানা জনপদ আছে।

পূর্ব্বকালে এই দেশের দক্ষিণ ভাগে গ্রীক জাতীয় লোকেরা আসিয়া অনেকানেক উপনিবেশ সংস্থা-

পিত করে। তাহার উত্তরে অর্থাৎ ইটালীদেশের মধ্যস্থলে পিলাসজীয় বংশোদ্ভব লোকেরা বাস করিত। উহারা নানা ক্ষুদ্র২ জাতিতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ঐ সকল জাতির ভাষার পরস্পর সাদৃশ্য দর্শনে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, প্রথমে উহাদিগের ঐকবাক্য ছিল। পিলাস্জীয়দিগের উত্তরে অর্থাৎ বর্ত্তমান টস্কানী প্রদেশে আর একটী স্বতন্ত্র জাতির নিবাস ছিল। উহাদিগের নাম ইটস্কান্ বা ইট্রুরীয়জাতি। আরও উত্তরে অর্থাৎ পোনদীর অববাহিকার মধ্যে গল জাতীয় লোকের বাস ছিল। এই জন্য তৎপ্রদেশ শিশাল্পিন্‌গল নামে প্রসিদ্ধ হয়।

ইটালির মধ্যস্থলনিবাসী যে নানা ক্ষুদ্র২ পিলাসজীয় জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা, লাটিন, অস্কান্, ভলসীয়, সাবাইনীয়, সাম্নাইট, ইকুয়ীয় এবং অম্ব্রিয় ইত্যাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ফলতঃ উহারা যে সকলেই এক বংশোদ্ভব, এক প্রকৃতিক এবং পূর্ব্বে একই মূল ভাষায় কথোপকথন করিত, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারাই মিলিত হইয়া পরাক্রান্ত রোমীয় জাতির উৎপাদন করে; সুতরাং ইহাদিগের বিবরণেই সমুদায় ইটালিদেশের ইতিবৃত্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাস সমস্ত অনুসন্ধান দ্বারা অবগত

হওয়া যায় যে, উক্ত জাতীয়েরা কতিপয় স্বতন্ত্র২ গ্রামে বাস করিয়া থাকিত এবং তাহারই মধ্যে কোন গ্রাম বিশেষকে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া স্বীকার করিত। উল্লিখিত লাটিন্‌জাতীয়দিগের ঐরূপ প্রধান স্থলের নাম আলবালঙ্গা ছিল। ত্রিশটী ভিন্ন২ লাটিন্ নগরের প্রতিভূগণ প্রতিবর্ষে এক২ বার করিয়া ঐ নগরের প্রান্তেআগমন করত জুপিটর লাটিয়ারস্ দেবের পূজা এবং সাধারণ বিবেচ্য বিষয় সকলের বিচার করিত।

টাইবর নদীর তীরবর্ত্তী পালাটাইন্ পর্ব্বতের অধিত্যকায় রোম নামে যে নগরী ছিল, তাহা ঐ ত্রিশটী লাটিন নগরের মধ্যে একটী। এই নগর ক্রমশঃ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে এবং সমুদায় ইটালীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু ৩৯০ খৃষ্টাব্দে ইটালীর উত্তর প্রদেশ নিবাসী গল্ জাতীয়েরা ঐ নগর আক্রমণ করত ইহার সাতিশয় দুরবস্থা করিয়া পরিশেষে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তাহাতে ইহার প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ যাহা ছিল, সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং রোম নগর কিরূপে ক্রমে২ প্রবল হইয়াছিল— কোন্২ প্রধান ব্যক্তিই বা ইহাতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং কোন্ সময়েএই নগরের শাসন-প্রণালী কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—তৎসমুদায় সুনি-

শ্চিতরূপে অবগত হইবার এক্ষণে কোন উপায়ই নাই। পরন্তু রোমীয়েরা কালক্রমে অতিশয় প্রবল ও সম্পত্তিশালী এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরক্ত হইয়া উঠে—সুতরাং তাহারা আপনাদিগের জন্মভূমির পুরাবৃত্ত সংকলনে যে সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জনশ্রুতি পরম্পরায় এবং পূর্ব্ব কবিগণের রচনায় যেং প্রাচীন বিবরণের উল্লেখ ছিল, পরবর্ত্তী ইতিহাসবেত্তারা তাহা হইতেই এক প্রকার স্বং মনঃকল্পিত পুরাবৃত্ত সংকলন করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুরাবিদ্‌গণের লিপিকৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া নব্য ইউরোপীয় লোকেরাও বহুকালাবধি উক্ত কল্পিত বিবরণ সমস্তকে প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান দ্বারা ঐ সকল বিবরণের বাস্তবিক প্রকৃতি অবগত হওয়া হইয়াছে। পরন্তু আধুনিক অনুসন্ধান দ্বারা উক্ত উপাখ্যান সমস্তের অলীকত্ব সপ্রমাণ হইলেও তদ্দ্বারা প্রাচীন রোমীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা এবং শাসন প্রণালীর অনেকানেক বিচিত্র নিয়মও অবগত হওয়া হইয়াছে— অতএব তাদৃশ অনুসন্ধান যে পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের পক্ষে বিশিষ্ট ক্ষেমঙ্কর হইয়াছে, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

রোম নগরী লাটিন জাতির অধিকৃত ভূভাগের

উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। উহার অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে সাবাইনীয়দিগের অধিকার এবং উত্তরভাগে ইট্রুরীয়দিগের দেশ। কোন সময়ে ঐ সাবাইনীয়-দিগের এবং ইট্রুরীয়দিগের দুইটী নগর রোম কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া অথবা তাহার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়া যায়। সুতরাং তদবধি রোমের প্রজাবর্গ তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রকৃত রোম নিবাসিগণ র‍্যাম্‌সিস্—সাবাইনীয় নগর নিবাসীরা টাইটিস্—এবং ইট্রুরীয় বংশোদ্ভব সকলে লুসিরিস্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই শ্রেণী ত্রিতয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটীর যাদৃশ ক্ষমতা ও সম্ভ্রম ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর তাদৃশ গৌরব ছিল না। প্রত্যেক শ্রেণীই দশটী২ ভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল ভাগের নাম কিউরী। অতএব রোম নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ টী কিউরী ছিল। প্রত্যেক কিউরীও দশ২ জেন্সে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক জেন্সের অন্তর্গত লোকেরা আপনাদিগকে সগোত্র জ্ঞান করিত। সুতরাং রোমে তিন শত স্বতন্ত্র২ গোত্রের বাস ছিল। গোত্র-সম্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পেট্রিসীয় বলা যাইত।

ঐ তিন শত গোত্রের মধ্যে যে দুইশত গোত্র র‍্যাম্‌সিস্ এবং টাইটিস্ শ্রেণী সম্ভুক্ত ছিল, সেই সকল গোত্রের জ্ঞানবান বয়োবৃদ্ধ স্বামিগণ রাজার

উপদেষ্টা এবং কার্য্যসচিব ছিলেন। উহাঁদিগের যে সভা হইত তাহার নাম সেনেট্। সেনেটের সভ্যগণ রাজাদেশানুসারে সভাস্থলে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। যে বিষয়ে রাজা এবং সেনেটের এক মত হইত তাহা পূর্ব্বোক্ত তিন শত জেন্সের সাধারণ সভাস্থলে পুনর্ব্বার বিচারিত হইত। ঐ সভাকে কমিটিয়া কিউরিএটা বলে। ইহাতেই বোধ হইবে যে, রোমীয়েরা কখনই একান্ত রাজাধীন ছিল না। প্রথমাবধিই তাহাদিগের রাজগণকে প্রজা সাধারণের অভিমত বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইত। রোমের রাজা তদ্দেশের প্রধান শান্তিরক্ষক, প্রধান বিচারকর্ত্তা, প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান যাজক ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন না।—আর শান্তিরক্ষণাদি কর্ম্মেও তাঁহাকে সেনেটের অভিমত লইয়া কার্য্য করিতে হইত। বিশেষতঃ কমিটিয়া কিউরিএটা সভাতে তাঁহার প্রতি অভিযোগ পর্য্যন্ত চলিত। প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসবেত্তৃগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, মার্শ দেবের পুত্র মহাবীর 'রমুলস্' রোম নগরী সংস্থাপন করিয়া উল্লিখিত নিয়ম সমস্ত নিবদ্ধ করিয়া যান।

যদি এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই নিবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে রোমের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পূর্ণ

স্থলে সমাগত হইয়া কেবল আপনাদিগের শ্রেণী সম্পৃক্ত বিষয় সকলের বিবেচনা করিত, সাধারণ রাজ্যশাসন কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিত না। কিন্তু সর্ব্বিয়স যে আর একটী সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা সাধারণ সকল বিষয়েই প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার সোপান হইল। ঐ সভার নাম কমিটিয়া সেঞ্চুরিএটা। এই সভাতে দাস ভিন্ন সকল প্রকার রোমীয় লোকের আহ্বান হইত। ইহার সভ্যগণ স্ব২ বিভবানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ঐ পাঁচ শ্রেণী আবার ১৯৫ ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার প্রত্যেক ভাগকে সেঞ্চুরি বলিত। সভাস্থলে প্রতি সেঞ্চুরির মতই সমান বলবান হইত। সুতরাং কেবল প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই অশীতি সেঞ্চুরি নিবেশিত থাকাতে সভার সমুদায় ক্ষমতাই ঐ শ্রেণী সম্ভূক্ত আঢ্য রোমীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ মহাত্মা সোলন এথেন্স নগরে যে প্রণালীতে সাধারণী সভা সংস্থাপিত করেন সর্ব্বিয়সের এই সভাও বহু অংশে তাহার অনুরূপ হইয়াছিল। এই প্রকার বিভবানুসারিণী সভার দোষ গুণ দুইই আছে। ইহার গুণ এই যে, বংশমর্য্যাদানুসারিণী শাসন-প্রণালী প্রচলিত থাকিলে কোন ক্ষুদ্র বংশোদ্ভব ব্যক্তি যদিও সহস্র গুণশালী হয়েন তথাপি তিনি রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন

না। নীচ বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়াই ঈশ্বর প্রদত্ত গুণ-গ্রামকে নীচ ব্যবসায়ে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হয়। চেষ্টা করিলে বাড়িতে পারিব মনোমধ্যে এমত একটা বোধ না থাকিলে, কোন ব্যক্তিই উৎ-কর্ষ সাধনে যত্নবান হয় না। এই জন্য বংশ-মর্য্যাদানুসারিণী শাসন-প্রণালী অপেক্ষা বিভবানু-সারিণী শাসন-প্রণালীকে উত্তম বলিতে হয়। কারণ যত্ন দ্বারা সম্পত্তিশালী হওয়া যায় কিন্তু সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করা কখন কাহারও চেষ্টার অধীন হয় না। পরন্তু এই প্রণালীর দোষও আছে। ইহার দোষ এই যে, আঢ্য এবং দুস্থ লোক সমূহ এক সভাস্থ হইলে যখন দুস্থেরা দেখিতে পায় যে, আঢ্যদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যা অধিক, তখন ঐ অজ্ঞ ব্যক্তি সমূহ প্রায়ই বল প্রকাশ দ্বারা শাসন-প্রণালী পরি বর্ত্তিত করিয়া ফেলে, আঢ্যদিগের হস্তে অধিক ক্ষমতা থাকিতে দেয় না। কিন্তু সাধারণ প্রজা মাত্রই অতিশয় লঘুচিত্ত হইয়া থাকে। যে সে, মিষ্ট কথা অথবা উৎকোচ প্রদান করিয়া উহাদিগের মন ভুলাইতে পারে। সুতরাং ক্রমশঃ বহু বিবাদ বিষম্বাদের পর রাজ্য শাসনের ভার স্বতঃই ব্যক্তি বিশেষের হস্তগত হইয়া যায়।

রোমের সপ্তম রাজা 'টার্কুইনস্-সুপর্ব্বস্' সর্ব্বি-য়স্ প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা

করাতে রোমীয়েরা একমত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। সেই অবধি তাহারা আর কাহাকেও রাজ পদাভিষিক্ত করিল না। দুই ব্যক্তিকে 'কন্সল্' উপাধি প্রদান করিয়া শান্তিরক্ষকের ও সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিল। ইহাঁদিগের এক২ জন এক২ মাস করিয়া রাজচিহ্ন ধারণ করিতেন এবং বৎসরান্তে আপনাদিগের কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্য দুই ব্যক্তি তৎ পদে নিযুক্ত হইত। এইরূপ শাসন প্রণালী ৫০৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয়।

রোমীয়দিগের রাজ্য শাসনপ্রণালী এক প্রকার বর্ণিত হইল। উহাদিগের ধর্ম্ম প্রণালীও নিতান্ত জঘন্য ছিল না। উহারা বহু দেব দেবী মানিত এবং সকল পর্ব্বতে—সকল বনে—সকল নদীতে—দেবতা বিশেষের আবির্ভাব স্বীকার করিত। কিন্তু উহারা প্রথমতঃ কোন দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত না। রোমীয় ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে, রোমের দ্বিতীয় রাজা 'নুমা পম্পিলিয়স্', 'ইজিরিয়া' দেবীর অনুগ্রহে রোমের ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় প্রণয়ন করেন। নুমা, 'পিথাগোরাস্' নামক পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন এবং জ্যোতিস শাস্ত্রের প্রভাবে ভবিষ্য গণনা করিতে পারিতেন। রোমীয়দিগের মধ্যে 'পন্টিফ্' 'অগর্' 'ফ্লামেন্' 'বেষ্টা' প্রভৃতি যত প্রকার যাজক যাজিকার পদবী ছিল, নুমাই তৎসমুদায় সংস্থাপিত ক-

রেন। বস্তুতঃ ইতিহাসবেত্তাদিগের ঐ সকল কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাচীন রোমীয়েরা ইট্রুরীয়দিগের স্থানে আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করে। ফলতঃ কোন জাতির ধর্ম্ম বা রাজ্য শাসনের রীতি কখনই ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতিই এই যে, তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষকে উহাদিগের প্রণেতা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[সাধারণ তন্ত্র শাসন-প্রণালীর সংস্থাপন—লাটিন জাতীয়দিগের পরাভব—পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয়দিগের মধ্যে বিবাদারম্ভ—ট্রিবিউন্ প্রভৃতি কর্ম্ম-চারীদিগের নিয়োগ—কোরাইওলেনস—ভূমি বিভাগ বিষয়িনী ব্যবস্থা—প্লিবীয়দিগের বল বৃদ্ধি—শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্ত—নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব।]

রোমীয়েরা আপনাদিগের শাসনপ্রণালী সম্যক রূপে প্রজাতন্ত্র ছিল বলিয়া চিরকাল শ্লাঘা করিত। সুতরাং উহাদিগের কবিগণ যে, ঐ শাসনপ্রণালীর আদ্যারম্ভের সময়কে সর্ব্ব প্রকার বীরতার সময় বলিয়া বর্ণন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেমন তাঁহারা আপনাদিগের আদি পুরুষ রমুলস্‌কে

মার্শ দেবের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—যেমন তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সংস্থাপক নুমা ইজিরিয়-বল্লভ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—সেইরূপ প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তক জুনিয়স্-ব্রুটস্ নামা কোন ব্যক্তি অতি মানুষ গুণসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ফলতঃ জুনিয়স্ ব্রুটসের অলৌকিক অপক্ষপাতিতা, হোরেসিয়স্ ককিসের ভীম-পরাক্রম, মুসিয়স্-স্কিভোলার অতি-মানুষ সহিষ্ণুতা—এই সকল বিবরণ যদিও প্রকৃত ইতিবৃত্ত-মূলক না হয়, তথাপি উঁহারা যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, রোমের সেই অভ্যুদয় কালে যে, অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বীর পুরুষ সকল ঐ নগরে বাস করিতেন, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তি সকলের প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও রোম নগর কখনই সেই মহা শঙ্কটাবহ কাল উত্তীর্ণ হইয়া সকলের উপর প্রভুত্ব লাভকরিতে সমর্থ হইত না। বিশেষতঃ ইট্রুরীয়দিগের অধিপতি পর্শেনা ঐ সময়ে একবার সম্পূর্ণরূপেই রোম নগর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নগর বহির্ভাগে যে ২৬ টী প্লিবীয় পল্লী ছিল তাহার মধ্যে কেবল মাত্র দশটী পল্লী নিজ অধিকার সম্ভুক্ত করিয়া অন্যান্য প্রদেশ সমস্ত রোমীয়দিগকে প্রত্যর্পিত করিয়া যান। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আবার

ত্রিশটী লাটিন নগর মিলিত হইয়া রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। তাহাতে রোমীয়েরা সাতিশয় ভীত হইয়া লার্সাস্ নামক এক ব্যক্তিকে ডিক্টেটরের পদাভিষিক্ত করিলেন। ডিক্টেটর রোমের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। কেহই তাঁহার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে পারিত না। এমন কি, তিনি মনে করিলে দেশাচার ও চির প্রচলিত ব্যবস্থা প্রণালীর বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে পারিতেন। কথিত আছে, রোমীয়েরা ৫৯৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে রিজিলস্ হ্রদের নিকট লাটিন জাতীয় সৈন্যগণকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করে। এই যুদ্ধে টার্কুইনস্ সুপর্ব্বস্ আহত হইয়া পলায়ন করেন এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইলেই রোমের কল্পিত পৌরাণিক বিবরণও অন্তর্হিত হইয়া প্রকৃত ইতিবৃত্তের প্রকাশ পাইতে থাকে।

যত দিন জনগণের অন্তঃকরণে কোন সাধারণ শত্রুর ভয় প্রবল থাকে, তাবৎকাল উহাদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাদ উদ্রিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সেই ভয় গেলেই লোকের পরস্পর দ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। টার্কুইনের অন্তর্দ্ধান হইলে রোমের পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় নামক দুই প্রতিপক্ষ দলে সেইরূপ ঘটিল। অন্যান্য অসভ্য জাতীয়দিগের ন্যায় রোমেরও ঋণ সম্পা-

কীয় ব্যবস্থা সমস্ত নিতান্ত নৃশংস হওয়াতে প্লি-
বীয়রা পেট্রিসীয়দিগের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া
নানা প্রকারে প্রপীড়িত হইতে ছিল। এই
জন্য প্লিবীয়রা প্রার্থনা করে যে, তাহারা কোন
রূপে ঐ ঋণ দায় হইতে মুক্ত হইতে পায়।
কিন্তু পেট্রিসীয় গণ তাহাতে একান্ত অসম্মত হন।
অতএব প্লিবীয়রা সকলে মিলিত হইয়া ৪৯৫ পূঃ খৃ-
ষ্টাব্দে রোম নগর ত্যাগ করিয়া যায়। তখন পেট্রি-
সীয়রা দেখিলেন যে, এই সময়ে কোন যুদ্ধ উপ-
স্থিত হইলে নগর রক্ষা করাও ভার হইবে। এই
ভাবিয়া তাঁহারা মেনিনিয়স্ আগ্রিপা নামক কোন
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্লিবীয়দিগের নিকট প্রেরণ করেন।
আগ্রিপা অতি সুবোধ ব্যক্তি ছিলেন এবং সাধারণ
লোকে যে, রূপক বর্ণনায় বিশিষ্ট সমাদর করিয়া
থাকে, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি প্লিবীয়-
দিগের নিকট গমন করিয়া হস্ত পদাদির সহিত
উদরের বিবাদ সম্বন্ধীয় যে প্রসিদ্ধ উপখ্যান প্র-
চলিত আছে, তাহা উহাদিগকে শ্রবণ করাই-
লেন। প্লিবীয়রা তৎশ্রবণে ক্ষান্ত হইয়া নগর মধ্যে
প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু তাহারা যে, কেবল কথাতেই
ভুলিল এমত নহে। যাহারা ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ অথ-
বা দাসত্বেনি যুক্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে মুক্ত করা-
ইল এবং ট্রিবিউন্ অভিহিত পাঁচ জন নূতন কর্ম্মচারী

নিযুক্ত করাইল। ট্রিবিউনেরা কমিটিয়া ট্রিবিউটা না-মক সাধারণী প্লিবীয় সভার অধ্যক্ষতা করিতেন এবং যাহাতে প্লিবীয়দিগের ক্লেশকর কোন নিয়ম প্রচলিত না হইতে পায় এমত চেষ্টা করিতেন ট্রিবিউনেরা প্রাড্‌বিবাকাদি কোন রাজ কর্ম্মচারীর দণ্ডাধীন ছিলেন না। এই সময়ে 'ইডাইল্' অভিধেয় আর দুই জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় ইহাঁরা নগরীয় হর্ম্ম্যাদি সমস্তের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং উত্তমর্ণ ও বণিক বর্গের অত্যাচার হইতে যাহাতে প্লিবীয়রা দুঃখ না পায় তজ্জন্য যত্ন করিতেন।

প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাদ হওয়াতে কৃষি কার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। তজ্জন্য ৪৯০ পূ খৃষ্টাব্দে রোমে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে সিশিলী দ্বীপ হইতে অনেক বণিক-তরি শস্য পরিপূরিত হইয়া রোমে আনীত হইয়াছিল। নিরন্ন প্লিবীয়রা ঐ শস্য পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করে। তাহাতে আভিজাত্যাভিমানী 'কোরাইওলেনস্' নামক এক ব্যক্তি পেট্রিসীদিগকে এই পরামর্শ দেন যে, প্লিবীয়রা ইহা অনতিকাল পূর্ব্বে যে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ না করিলে উহাদিগের প্রার্থনা পরি পূরণ করা হইবেক না।

ইহা শুনিয়া প্লিবীয়রা উহাঁকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করে। কোরাইওলেনস্ তাহাতে রাগান্ধ হইয়া এমত দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন যে, পরিশেষে ন্যায় পথ অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি রোমীয়দিগের পরম প্রতিপক্ষ ভল্‌সীয়দিগের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং নিজ অসামান্য সৈন্যাধ্যক্ষতা গুণে অতি শীঘ্রই আসিয়া রোম নগর অবরুদ্ধ করিলেন। রোমে হাহাকারধ্বনি উঠিল। পেট্রিসীয়গণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা করিলেও তাঁহার ক্রোধোপশম হইল না। পরিশেষে তাঁহার গর্ব্ভধারিণী স্বয়ং গমন করিয়া যথাসাধ্য অনুনয় করিলে কোরাইওলেনস্ মাতৃবাক্য অবহেলনে অসমর্থ হইয়া ভল্‌সীয় সৈন্যগণকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। ভল্‌সীয়রা রোম নগর জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল; সেই আশা ভঙ্গ হওয়াতে উহারা স্বদেশে যাইয়াই কোরাইওলেনসের প্রাণদণ্ড করিল।

ভল্‌সীয়রা রোমের যে সকল নগর জয় করিয়াছিল তাহার অনেকগুলি উহাদিগের অধীন থাকে। তাহাতে উহাদিগের অধিকার লাটিন জাতীয় লোকের সীমার অন্তর্ভূত হওয়াতে ভল্‌সীয়দিগের সহিত লাটিনদিগেরও বিবাদ হইবার উপক্রম

হয়। 'স্পুরিয়স্‌-কাসিয়স্‌' নামক এক জন বিচক্ষণ কন্সল্‌ সেই সুযোগে লাটিনদিগের সহিত রোমের সন্ধিবন্ধন করেন। তাহার পর ৪৮৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঐ কাসিয়সেরই যত্নে হর্ন্নিসীয়দিগের সহিত রোমের সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এইরূপে লাটিন, হর্ন্নিসীয় এবং রোমীয় এই তিন জাতির ঐকমত্যাবধারণ হইলে ভল্‌সীয়রা উহাদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুতরাং ভল্‌সীয়দিগের দেশ সমুদায় ক্রমশঃ রোমীয়দিগের হস্তগত হইতে লাগিল।

যে বৎসর হর্ন্নিসীয়দিগের সহিত রোমীয়দিগের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই বর্ষেই ভূমি বিভাগের নিয়ম অবধারণের নিমিত্ত প্রথম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ ভূমিবিভাগ বিষয়িণী ব্যবস্থা কিরূপ তাহা বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। রোমীয়েরা কোন প্রদেশ জয় করিলে তাহার সমুদায় ভূমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিত। এক ভাগ বিজিত জনপদবাসীদিগকে প্রত্যর্পিত হইত, আর এক ভাগ রোমের অধিকার সম্ভুক্ত হইত। দ্বিতীয়োক্ত ভূমিতে কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব থাকিত না। উহা সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপে রোমের সাধারণ স্বামিক ভূমি ক্রমশঃ অতি বিস্তীর্ণ হইয়

উঠিয়াছিল। উহার মধ্যে যে ভূমিতে যত শস্যোৎ-পত্তি হইত তাহার দশমাংশ মাত্র কর স্বরূপে প্রদান করিলেই পেট্রিসীয়রা তাহা জমা করিয়া লইতে পারিতেন। প্লিবীয় অথবা ক্লাইএন্টদিগের কাহারও সেই ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু দ্রাক্ষা অথবা অলিব্ বৃক্ষ রোপণ করিলে পেট্রিসীয়দিগকেও পূর্ণ লাভের পঞ্চমাংশ প্রদান করিতে হইত। এই প্রকার সাধারণ ভূমিসম্পত্তি থাকাতে যে, রোমীয় নাগরিকদিগের সমূহ উপকার দর্শিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ ভূমির কিয়দংশ বিক্রয় করিলেই প্রয়োজনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ হইতে পারিত। আর কোন কারণে অধিক লোক দুস্থ হইয়া পড়িলে ঐ ভূমির কিয়দংশ দান করিলেই উহাদিগের দারিদ্র দশা মোচন হইতে পারিত। এইরূপে দীন প্লিবীয়দিগকে সাধারণ ভূমির কিঞ্চিৎ২ অংশ অনেক বার প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু কালে পেট্রিসীয়গণ উক্ত ভূমি সম্পত্তি জমা লইয়া আপনাদিগের অধিক লাভ হয় দেখিয়া ঐ নিয়ম রহিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

কাসিয়স্ তৃতীয়বার কন্সল্ পদাভিষিক্ত হইয়া এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, প্লিবীয়গণ অনেকে দারিদ্র্য দশাপন্ন হইয়া কষ্ট পাইতেছে, অত-

এব উহাদিগকে সাধারণ ভূমির কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দেওয়া যাউক। পেট্রিসীয়রা কন্সলের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলেন। কিন্তু প্লিবিয়রা যথা সাধ্য চেষ্টা সহকারে কন্সল্ মহোদয়ের মতের পোষকতা করাতে পেট্রিসীয়রা তন্নিবারণে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু উহাঁরা ঐ বর্ষের শেষে যখন কাসিয়স্ আপন পদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার নামে কামিটিয়া কিউরিএটা সভাতে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া উহাঁর প্রাণদণ্ড করিলেন। কাসিয়সের প্রতি পেট্রিসীয়দিগের এমত আক্রোশ হইয়াছিল যে, তিনি যে বাটীতে বাস করিতেন উহারা তাহা ভাঙ্গিয়া সমভূম করিলেন এবং সেই বাটীর অবস্থান ভূমিও একান্ত অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত করিলেন। এইরূপে কাসিয়সের ব্যবস্থাপিত ভূমি বিভাগের নিয়ম ঐ সময়ে প্রচলিত হইতে পারিলনা। ইহার বহুবর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৭৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে যখন একজন ট্রিবিউন্ তাৎকালিক কন্সল্‌দিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ বরিতে চাহিলেন যে, উহাঁরা কাসিয়সের প্রণীত ব্যবস্থা কিজন্য প্রচলিত না করিলেন, তখন ও পেট্রিসীয়রা গোপনে ঐ অবধ্য ট্রিবিউনের প্রাণ বিনাশ করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার পর অবধি পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় এই দুই প্রতিপক্ষ দলে ঘোরতর বিবাদ হইতে লাগিল। পেট্রিসীয়রা প্রথমতঃ এমত বলেন যে, কামিটিয়া সেঞ্চুরিয়েটা নামক সভাতে প্লিবীয়রাও অবস্থান প্রাপ্ত হয় এই জন্য সেই সাধারণী সভার দ্বারা কন্সল্ মনোনীত না হইয়া তাঁহা দগের কিউরিএটা সভাতেই ঐ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। দুই বৎসর তহাই হইল। প্লিবীয়রা আপনাদিগের ট্রিবিউটা সভাতে সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু উহারা তজ্জন্য চেষ্টা করিতে এক দিনও বিরত হয় নাই। পরে ৪৮৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে উহারা এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল যে, দুইজন কন্সলের মধ্যে উহারাও একজনকে নিযুক্ত করিতে পারিবে। আবার ৪৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়দিগের নিরন্তর যত্নে ইহাও ব্যবস্থাপিত হইল যে, সেঞ্চুরিএটা সভা হইতে ট্রিবিউন্, এইডাইল্‌গণ মনোনীত না হইয়া ঐ সকল কর্ম্মচারী ট্রিবিউটা সভা হইতেই নিযুক্ত হইবে। অপরন্তু, ঐ সময়ে ইহাও অবধারিত হইল যে, ট্রিবিউটা সভাতে যে কেবল প্লিবীয় দগের নিজ সম্পৃক্ত বিষয় মাত্রের বিবেচনা হয় তাহা না হইয়া উহারা রাজকার্য্যের তাবৎ বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিতে পারিবে আর ঐ সভাতে নূতন২ নিয়মেরও উদ্ভাবন হইতে পারিবে—পে-

ট্রিসীয় সভার সম্মতি হইলেই ঐ সকল নিয়ম সর্ব্ব-সাধারণের গ্রাহ্য হইবে।

যখন এই সকল ব্যবস্থা প্রচলিত হয় তখন রোমে যে কেমন অন্তর্ব্বিবাদ চলিতেছিল, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। বাস্তবিক রোম নগর তখন দুইটী প্রতিপক্ষ সৈন্যের শিবির স্বরূপ হইয়াছিল। সকলের মনেই দৃঢ়তর বিদ্বেষ, ঈর্ষা, লোভ এবং হিংসা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এমত সময়ে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হইল এবং তাহাতে শতং ব্যক্তি প্রতি দিন কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল। সুতরাং তখন যে, রোম নগরী নিতান্ত ক্ষীণবল হইয়া অনায়াসেই শত্রুর বশ্য হইবে, তাহা আশ্চার্য্য নহে। ইকুয়ীয় এবং ভল্‌সীয়গণ মিলিত হইয়া রোমের দ্বার পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইল। আর এক জন সেবাইন্ জাতীয় সামান্য দস্যু রোমের প্রধান দুর্গ 'কাপিটলে' আসিয়া আপনার বাসস্থান নিরূপিত করিল। ঐ দস্যুকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত রোমীয়েরা বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছিল।

৪৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়রা যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করাইয়া লয় তদ্দ্বারা রোমের সর্বিয়স্ কৃত শাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অর্থাৎ প্লিবীয়রা ট্রিবিউটা সভাতে, আর পেট্রিসী-

য়েরা কিউরিএটা সভাতে স্বতন্ত্র২ হইয়া রাজকার্য্য নি-র্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। সেঞ্চুরিএটা সভার কোন ক্ষমতাই থাকে না। এই সকল কারণে শাসন প্রণালী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে ৪৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে আর্সা নামে এক জন ট্রিবিউন্ এই প্রস্তাব করিলেন যে, রোমের ব্যবস্থা প্রণালী সমুদায় সং-শোধিত করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়।

[দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা—ডিসেম্ভর নিয়োগ—পুনর্ব্বার কন্সল্ নিয়োগ—সেনসর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধা ট্রিবিউনের নিয়োগ—বিবাহ বিষয়ে অধিকার—গল্ জাতীয় লোকের দ্বারা রোমের দাহ—লিসিনীয় ব্যবস্থা—প্রেটরের নিয়োগ—প্লিবীয়দি-গের ক্ষমতা বৃদ্ধি—লাটিন ও সামনাইট্ জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধ—পিরহসের সহিত যুদ্ধ—ইটালীর লোক বিভাগ—শাসন প্রণালী।]

রোমীয়েরা ক্রমে২ সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইতে-ছিল,—বিষয় বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার বিচারের প্রয়োজন হইতেছিল—প্রতিপক্ষ দুই দলের দ্বেষাদ্বেষেও শাসন প্রণালী ক্রমশঃ পরি-বর্ত্তিত হইতেছিল,—এবং অধিকার বিস্তৃত হওয়াতে ধর্ম্মাধিকরণে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত

হইতেছিল—সুতরাং ঐ সময়ে ব্যবস্থা প্রণালী সংশোধিত এবং লিপিবদ্ধ হইয়া স্থিরীকৃত হইবার সম্যক আবশ্যকতা হইয়াছিল। অতএব আর্সা নামক ট্রিবিউন্ তদর্থে প্রার্থনা করাতে যদিও পেট্রিসীয়রা তৎক্ষণাৎ সম্মত হয় নাই বটে, তথাপি অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে প্লিবীয়দিগের সহিত একমত হইতে হইল। উহাঁরা প্রথমতঃ তিন জন সেনেটরকে এথেন্স নগরে আইন শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন এবং উহারা আইন শিখিয়া ফিরিয়া আসিলে পর ৪৫২ পূঃ খৃষ্টাব্দে দশ জন সুবিজ্ঞ পেট্রিসীয়ের প্রতি সংহিতা প্রস্তুত করিবার ভার প্রদত্ত হয়। ঐ দশ জন ব্যবস্থাপক সমুদায় রাজ কার্য্য নির্ব্বাহেরও ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইহাঁরা যে সংহিতা প্রস্তুত করেন তাহা দ্বাদশটী প্রস্তর ফলকে লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য ইতিহাসে উহা দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই অভিনব ব্যবস্থা সকল রোমের প্রাচীন ব্যবস্থা সমস্ত অপেক্ষা প্লিবীয়দিগের অধিক পক্ষপাতী হইয়াছিল। ইহা দ্বারা এমত অবধারিত হইল যে, পেট্রিসীয় এবং ক্লাইএন্ট দল প্লিবীয়দিগের ট্রিবিউটা সভা সম্ভুক্ত হইবে। সেঞ্চুরিএটা সভাতে সকল বিষয়েরই পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে এবং তৎ সভাকৃত নিষ্পত্তির পর আর কাহার বিচার

চলিবে না। আর ইহাও নিশ্চিত হইল যে, ঐ সময়াবধি রোমে দুই জন কন্সল নিযুক্ত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দশ জন ডিসেম্ভর নির্দ্দিষ্ট হইবে। উহাঁরাই সকল রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন। কিন্তু ঐ দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন প্লিবীয় দলস্থ লোক হইবে। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপকগণ তাঁহাদিগের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এক বৎসরের মধ্যে স্ব২ পদ পরিত্যাগ করিবেন, প্রথমে এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু তাঁহারা ক্রমে২ বিলম্ব করিয়া দুই বৎসর অতীত করিলেন। তৃতীয় বৎসরে তাঁহাদিগের মধ্যে এপিয়স্ ক্লডিয়স্ নামা এক ব্যক্তি বর্জিনিয়া নাম্নী কোন সুন্দরী কন্যার প্রতি অত্যাচার করাতে রোমীয়েরা আর ডিসেম্ভরদিগের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনেক বিবাদের পর পুনর্ব্বার দুই জন কন্সল্ নিযুক্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থাই প্রচলিত হইতে লাগিল। এই সময়ে প্লিবীয়গণ আর একটী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে আভিজাত্যাভিমানী পেট্রিসীয়গণ প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ নিবন্ধন করিতেন না। ৪৪৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঐ রীতি রহিত করণের উপযোগী একটী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইহার পর আবার প্লিবীয়রা বলিল যে, আমাদিগের মধ্যে কেহ কখন কন্সল্ পদাভিষিক্ত হইতে পায় না। অতএব এক

জন প্লিবীয় আর এক জন পেট্রিসীয় এইরূপ করিয় দুই জন কন্সল্ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। পেট্রিসীয়েরা ইহাতে সম্মত না হইয়া কন্সলের কম ভাঙ্গিয়া সেন্সর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধাট্রিবিউন্ এই তিন প্রকার নূতন পদবীর সৃষ্টি করিলেন। তন্মধে প্রেট্রিসীয় দল হইতে কিউরিএটা সভা কর্ত্তৃক পাঁ বৎসরের নিমিত্ত দুই ব্যক্তি সেন্সর নিযুক্ত হইলেন সেন্সরেরা সাধারণ ধনাধ্যক্ষ ছিলেন—ব্যক্তি মাত্রে বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি যথো-চিত কর নির্দ্ধারিত করিতেন—এবং লোকের চরিত্র বিচার করিয়া কাহাকেও নীচ পদ হইতে উচ্চ পদবীতে উন্নত করিতেন আর কাহাকেও বা নীচ পদস্থ করিয়া অবমানিত করিতেন। কুইষ্টর অভিহিত কর্ম্মচারী দ্বয় পেট্রিসীয় দল হইতে সেঞ্চুরিএটা সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন—রা-জ্যের আয় ব্যয় স্থিতির হিসাব রাখা ইহাঁদিগের কর্ম্ম ছিল। যোদ্ধ ট্রিবিউন্ উপাহিত বক্তিগণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সেঞ্চুরিএটা সভা কর্ত্তৃক প্লিবীয় এবং পেট্রিসীয় উভয় দল হইতেই ইহাঁরা মনোনীত হইতে পারিতেন। কিন্তু কন্সল্ নিযুক্ত করিতে হইলে পেট্রিসীয় দল হইতেই করি-তে হইত। এই পর্য্যন্ত হইয়াই বিবাদ নিষ্পত্তি হইল না। যখন প্লিবীয়রা বলবান হইয়া উঠিত

তখন যোদ্ধ ট্রিবিউন্ নিযুক্ত হইত, নচেৎ পেট্রি-সীয়গণ কন্সল্ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রোমে আপনাদিগের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেন। পেট্রি-সীয়েরা ডিক্টেটর নিযুক্ত করিতে পারিলেই প্রায় প্লিবীয়গণকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিতেন। আর প্লিবীয়রা যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়া পেট্রিসীয়দিগের স্থানে স্বাভিপ্রেত সাধনের ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে প্রত্যাবর্ত্তিত হইত না। ফলতঃ চমৎকারের বিষয় এই যে, প্লিবীয়রা এমত প্রবল হইয়াও তাদৃশ শান্ত স্বভাবে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির যত্ন করিত। উহারা মনে করিলে অবশ্যই বল দ্বারা পেট্রিসীয় দলকে নত করিতে পারিত। কিন্তু প্রাচীন রোমীয়দিগের মনে আপনাদিগের ধর্ম্মের এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি এমত দৃঢ়তর ভক্তি ছিল যে, বল দ্বারা তাহার পরিবর্ত্ত করণে কোন প্রকারেই সম্মত হইত না। তাহারা পেট্রিসীয়দিগের স্থানে ভিক্ষা করিয়া,—আবদার করিয়া—কখনং কৌশল করিয়াও—আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিত; কিন্তু বলদ্বারা অথবা দেশাচারকে একেবারে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া হঠাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না। ইহাতেই বোধ হয় যে, রোমীয়েরা অতি ধর্ম্ম পরায়ণ, শান্ত এবং গম্ভীর প্রকৃতি

ছিল। এবং সেই জন্যই অচিরাৎ সমুদয় পৃথি-
বীর উপর অতুল কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিল।
প্লিবীয়রা ঘরে পেট্রিসীয়দিগের সহিত যতই বিবাদ
করুক না কেন, বাহিরে শত্রু সমক্ষ হইলে তাহারা
সর্ব্বতোভাবে পেট্রিসীয়গণের বশীভূত থাকিয়া
কর্ম্ম করিত—কখন ঘুনাক্ষরেও ঔদ্ধত্ত্ব প্রকাশ
করিত না। এই জন্যই এতঅন্তর্ব্বিবাদ সত্ত্বেও রোমী-
য়েরা প্রতিপক্ষ ভল্সীয় এবং ইকুয়ীয়দিগকে
অনায়াসে পরাভূত করিয়া ক্রমে২ উহাদিগের
সমুদয় দেশ আপনাদিগের হস্তগত করিল। ইহার
পর মহাপরাক্রান্ত বিয়াই নগর অধিকার করি-
বার নিমিত্ত রোমীয়দিগকে অবিরত দশবর্ষকাল
যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ক্রমাণ্বয়ে এতদিন যুদ্ধ
হওয়াতে সুতরাং রোমীয় সেনাগণ বাটী আসিয়া
বর্ষে২ যেরূপ কৃষিকার্য্য করিত, এই সময়ে তাহার অ-
বকাশ পাইল না। সুতরাং তাহাদিগের ভরণ পো-
ষণার্থে সাধারণ ধনাগার হইতে ভৃতি প্রদান করিবার
প্রয়োজন হইল। বস্তুতঃ এই সময়াবধি রোমের
সৈনিকগণ ভৃতিপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। ইহার
পূর্ব্বে তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় ব্যয়
সমুদয় আপনারাই নির্ব্বাহিত করিয়া শত্রুর স-
হিত সংগ্রাম করিত। এই সময়ে কামিলস্ নামক
কোন ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ই-

বই সেনাপতিত্বে বিয়াই নগর বিজিত হয়। কিন্তু নি বিয়াই পরাজিত করিয়া অতিশয় অহঙ্কৃত ইয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লিবীয়েরা বিয়াই নগরের সমুদয় ভূমি আপনারা বিভাগ করিয়া ল- ইতে চাহিলে, তিনি তাহা নিবারণ করিলেন এবং সই হেতু রোম হইতে নির্ব্বাসিত হন। এই ময়ে অর্থাৎ ৩৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমীয়েরা অতি রাক্রান্ত গল্‌জাতীয় লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। তাহারা রোমীয়দিগকে সম্মুখ সং- গ্রামে পরাভূত করিয়া পরিশেষে উহাদিগের নগর পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। রোমী- য়েরা অনেকে বিয়াই নগরে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। কথিত আছে যে, কামিলস্‌ ঐ সময়ে গল্‌দিকে পরাস্ত করেন। কিন্তু বোধ হয়, সে কথা প্রকৃত নয়। রোমী- য়েরা একান্ত অভিমান পরবশ হইয়া ঐ অলীক কথার উত্থাপন করিয়া থাকিবে। যাহাহউক, গল্‌ জাতীয়েরা চলিয়া গেলে রোমীয়েরা পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়া আপনাদিগের নগর নির্ম্মাণ করিল এবং পূর্ব্বে যেমন দুই দলে বিবাদ করিতেছিল পুন- র্ব্বার সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। গল্‌দিগের আক্রমণের সময় মান্‌লিয়স্‌ নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করিয়া কাপিটল্‌ দুর্গ রক্ষাকরিয়া

ছিলেন। তিনিই প্রথমে প্লিবীয়দিগের পক্ষ হইয়া যাহাতে ঋণ বিষয়ক ব্যবস্থা সকলের পারুষ্য মোচন হয়, এমত চেষ্টা করেন। তাহাতে পেট্রিসীয়রা তাঁহার প্রাণ বধকরে। রোমের দুঃসময়ে লাটিন্ এবং হর্নিসীয় জাতীয়েরা পূর্ব্ব মৈত্রীভাব পরিত্যাগ কবিয়াছিল। কিন্তু কামিলসের যত্নে তাহাতে রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হইতে পায় নাই। তিনি শত্রু সকলকে দমন করিয়া অতিশীঘ্রই রোমনগরীকে পূর্ব্বাবস্থ করিলেন। কিছু কাল পরে অর্থাৎ ৩৭৬ পূঃ খৃঃ অব্দে লিসিনিয়স্ নামক একজন ট্রিবিউন্ তিনটী ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিলেন। তাহাদিগের মর্ম্ম এই (১) পেট্রিসীয়রা কেহ সাধারণ ভূমিসম্পত্তির মধ্যে পাঁচ শত জুগরার (প্রায় আ-ড়াই বিঘায় এক জুগরা হয়) অধিক ভূমি অধি-কার করিতে পারিবে না আর অবশিষ্টাংশ সমুদায় প্লিবীয়দিগকে প্রদান করা যাইবে। (২) পূর্ব্বে যেরূপ দুই জন করিয়া কন্সল্ নিযুক্ত হইত এক্ষণেও সেইরূপ হইবে। কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে একজন কন্সল্ প্লিবীয় দলস্থ হইবে। (৩) উত্তম-র্ণেরা অধমর্ণদিগের স্থানে যত সুদ পাইয়াছেন তাহ সমুদয় আসল হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ প্র-দান করিলেই ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে।

পেট্রিসীয়রা কামিলসকে ডিক্টেটর পদাভিষিক্ত

করিয়া প্লিবীয়দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ট্রিবিউনেরা ঐ সময়ে এমত দৃঢ় প্রতিজ্ঞতাপূর্ব্বক স্বাভীষ্ট সাধনে যত্নবান হইল যে, তিনিও উহাদিগের মতের অন্যথা করণে সমর্থ হইলেন না। ট্রিবিউন্দিগের পূর্ব্বাবধি এই শক্তি ছিল যে, উহারা কোন ব্যবস্থার বা অভিনব প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপির নিম্নভাগে ভিটো অর্থাৎ নিষেধ এই বাক্য লিখিলে আর কোন মতেই সেই প্রস্তাব প্রচলিত হইতে পারিতনা। এই বার তাহারা আপনাদিগের ঐ নিষেধ করিবার শক্তির সম্পুর্ণরূপ ব্যবহার করিয়া সর্ব্ব প্রকার রাজকার্য্যই স্থগিত করিয়া রাখিল। সুতরাং অনেক বিবাদের পর ৩৬৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে পেট্রিসীয়গণ অগত্যা পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সমস্তে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন যে, ইহার পর কন্সল্দিগের কোন দেওয়ানি মোকদ্দামা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ প্রিটর উপাহিত একজন পেট্রিসীয় নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু এত চেষ্টাকরিয়াও কিছু ফল দর্শিল না। ৩৫৬ পূঃ খৃঃব্দে একজন প্লিবীয় ডিক্টেটর পদাভিষিক্ত হইলেন—৩৫১ পূঃ খৃষ্টাব্দে একজন প্লিবীয় সেন্সরের কর্ম্ম পাইলেন—৩৩৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে একজন প্লিবীয় প্রিটরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন—এবং ৩০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অগর, পন্টিফ্ প্রভৃতি মহামান্য যাজক

পদবীতেও প্লিবীয়গণ উন্নত হইতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে রোমীয়দিগের সহিত দক্ষিণ দিকস্থ প্রবল সাম্নাইট জাতির সংগ্রাম হয়। তাহাতে লাটিন জাতীয়েরাও প্রবল বিপক্ষ বর্গের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু কাহার দ্বারা রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। প্রত্যুত ডিসিয়স্ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রযত্নে এবং রণপণ্ডিত কমিলসের প্রবর্ত্তিত যুদ্ধ-প্রণালী অবলম্বন করাতে রোমীয় সৈন্যগণ সকল যুদ্ধেই বিজয় লাভ করিয়া পরিশেষে মধ্য ইটালীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইল। উহারা ক্রমে২ দক্ষিণ ইটালীতেও আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, ইটালীর দক্ষিণ ভাগে গ্রীকেরা অনেক উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সেই সকল গ্রীকেরা বিশেষতঃ টারান্টম্ নিবাসিগণ রোমীয়দিগের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া ইপাইরসের রাজা যুদ্ধবীর পির্হস্কে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পির্হস্ বহু গ্রীক সৈন্য এবং হস্তীযুথ লইয়া ইটালীতে অবতীর্ণ হইলেন। ২৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে হিরাক্লিয়া নগর সমীপে গ্রীক এবং রোমীয় সৈন্যগণের রণস্থলে প্রথম সন্দর্শন হইল। রোমীয়েরা ইহার পূর্ব্বে কখন হস্তী দর্শন করে নাই। সুতরাং সেই প্রাকাণ্ডকায় ভীষণ মূর্ত্তি পশু সকল দর্শনে

তাহারা নিতান্ত ভীত হইল। পির্‌হস্‌ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। জয়ী হইয়া তিনি সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে রোমে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু রোমীয়েরা প্রতিজ্ঞা করিল যে, আমরা কখন বিজিত হইয়া কাহারও সহিত সন্ধি করিব না। বিশেষতঃ পির্‌হস্‌ ইটালী পরিত্যাগ করিয়া না গেলে তাঁহার সহিত সন্ধির কথাই হইবে না। ২৭৯ পূঃ খৃঃ অব্দে আস্কুলম্‌ নামক স্থানে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও পির-হস্‌ জয়ী হইলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে রোমীয়দিগের সাহস এবং যুদ্ধস্থলে মৃত রোমীয়দিগের বীরমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, এমত সৈন্য পাইলে আমি অনায়াসে সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে পারি। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমি জয়ী হইয়াছি বটে, কিন্তু আর একটীবার এমত জয়লাভ করিতে গেলেই আমার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইবে। এই সময়ে পির্‌হসের চিকিৎসক রোমীয়দিগের কন্সল্‌কে এই অভিপ্রায়ে পত্র লিখিয়া পাঠান যে, তোমরা আমার উপযুক্ত পুরস্কার করিবে এমত স্বীকার করিলে, আমি পির্‌হস্‌কে বিষপান করাইয়া নষ্ট করি। রোমীয়েরা তচ্ছ্রবণে ঐ দুষ্টাত্মার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেই লিপি, পিরহসের নিকট প্রেরণ করেন। পিরহস্‌ ইহার পর সিসিলিদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। তিন বৎসর অতীত হইলে তিনি পুনর্ব্বার ইটালীতে

প্রত্যাগমন করিলেন এবং বেনিবেন্টম্ নামক স্থানে রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ রূপেই পরাস্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে ইটালী হইতে প্রস্থান করিলেন। রোমীয়েরা সমুদায় দক্ষিণ ইটালী অধিকার করিয়া লইল। সাম্নাইট জাতীয়েরা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই।

এই সময়ে অর্থাৎ ২৬১ পূঃ খৃঃ অব্দে সমুদায় ইটালীর লোককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকৃত রোমীয়, অপর রোমসখ অর্থাৎ রোমের প্রজা এবং তৃতীয় লাটিন লোক; ইহার মধ্যে রোম নগরীর প্লিবীয়, পেট্রিসীয় এবং ক্লাইএন্ট এই সকল লোক আর রোম নগরের চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় ব্যক্তি যাহারা কোন ট্রাইব্ সম্ভুক্ত ছিল, এই সকলকে প্রকৃত রোমীয় বলা যাইত। আর যাহারা প্রকৃত রোমীয় বটে, কিন্তু সেনেটের অভিমতে দূরে আসিয়া উপনিবেশে বাস করিয়াছিল তাহাদিগকেও রোমীয় বলা যাইত। অপরন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত অথবা সমধিক সম্পত্তিশালী এবং পরোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলে সেনেট হইতে রোমীয় এই গৌরবসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত রোমীয়ের মধ্যেই গণ্য হইতেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে, রোমীয় মাত্রেরই

শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার ছিল না। যাঁহারা রাজধানী হইতে দূরে বাস করিতেন তাঁহারা রোমীয় পদের বাচ্য হইলেও কোন সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিতেন না। কতকগুলি মাত্র রোমী.য়র শাসন কর্ত্তৃত্ব ছিল, কিন্তু রোমীয় মাত্রেই কেহ স্বাধীনতায় বঞ্চিত ছিল না।

রোম সখ বলিয়া যে সকল অন্যান্য ইটালীয় জাতির উল্লেখ করা যায় তাহাদিগের সকলের সহিত রোমের সমান সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তাহাদিগের সকলেই রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিত এবং তাহারা পরস্পর সন্ধি বিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছিল। এমন কি, এক নগরের সহিত তৎ পার্শ্ববর্ত্তী অপর নগরের কোন সম্পর্কই ছিল না, সকলে স্বতন্ত্র২ থাকিয়া যে যাহার আপন আপন রীতি, নীতি, ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-প্রণালীর অনুসারে কার্য্য করিত। লাটিন লোক বলিয়া যাহাদিগের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত রোমীয় এবং তৎ প্রজাবর্গের মধ্যবর্ত্তী ছিল। ইহারা বাস্তবিক রোমেরই কতকগুলি ঔপনিবেশিক মাত্র, ইটালীর নানাস্থানে বিকীর্ণ হইয়া থাকাতে সর্ব্বত্র রোমীয়দিগের অপ্রতিহত প্রভূত্ব প্রচলিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়ে রোমীয়দিগের শাসনপ্রণালী যেরূপ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাও বর্ণন করা আব-

শ্যক। যেহেতু ঐ প্রণালী পূর্ব্ব প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট এবং ইহারই অধীনে রোমীয়েরা অনায়াসে ইটালীর বহির্ভাগেও আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

কিউরিএটা সভা রহিত হইয়া গিয়াছিল। সেঞ্চুরিএটা এবং ট্রিবিউটা সভার মধ্যে আর কোন বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এইক্ষণে এই রূপ হইয়াছিল যে, সেনেট হইতে ব্যবস্থা সকল প্রস্তাবিত হইয়া সেঞ্চুরিএটা সভার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হইতে পারিত আর ট্রিবিউন্‌গণ জনসাধারণকে ট্রিবিউটা সভাতে আহ্বান করিয়া সেই সভাতেও নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে পারিতেন। সেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেঞ্চুরিএটা সভার সম্মতি হইলেই উহা প্রচলিত হইতে পারিত। অতএব ব্যবস্থা প্রস্তাবনায় পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় উভয় পক্ষেরই সমান ক্ষমতা হইয়াছিল। ইতিহাস বেত্তাদিগের মতে এই সময়ে এপিয়স্ ক্লডিয়স্ নামা একজন সেন্‌সর নাগরিক নীচ লোকদিগকে ও ট্রিবিউটা সভা সম্ভুক্ত করেন এবং যাহার যেরূপ বিভব তাহা বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া সেঞ্চুরিএটা সভাতেও অনেক পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন।

—***—

চতুর্থ অধ্যায়।

[প্রথম পুনিক্ যুদ্ধ—রোমীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার বৃদ্ধি—কার্থেজীয়দিগের কর্তৃক স্পেইন দেশ অধিকার—হানিবাল—দ্বিতীয় পুনিক্ যুদ্ধ—মাসিডনরাজ ফিলিপের সহিত যুদ্ধ—সিরিয়ারাজ আণ্টিয়োকসের সহিত যুদ্ধ—হানিবাল প্রাণ ত্যাগ করেন—তৃতীয় পুনিক্ যুদ্ধ—গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ—রোমীয়দিগের প্রদেশাধিকার শাসনের রীতি—রোমীয়দিগের মধ্যে অর্থলোভের প্রবেশ।]

ইটালি দেশ সমুদায় অধিকৃত হওয়াতে রোমীয়দিগের সহিত অপরাপর জাতির ক্রমশঃ সংস্রব হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ইটালির দক্ষিণ দিকস্থিত শিশিলী দ্বীপ নিবাসিগণ তৎকালে নিরন্তর অন্তর্বিবাদে আসক্ত হইয়াছিল। মেমর্টাইন্ নামক এক দল পরাক্রান্ত দস্যু মেসিনী নগর বাসী গ্রীক জাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া ঐ নগর অধিকার করে। তাহাতে সিরাকুসের রাজা সসৈন্যে আসিয়া উহাদিগের নগর অবরোধ করেন; আর ঐ সময়ে প্রাচীন ফিনিসীয় দিগের প্রসিদ্ধ উপনিবেশ কার্থেজ হইতেও কতক গুলি সৈন্য আসিয়া ঐ মেসিনা নগরের দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। কার্থেজীয়দিগের সহিত সিরাকুস্ রাজার সাতিশয় বিরোধ ছিল। কারণ ইহার বহু পূর্ব্বা-

বধি কার্থেজীয়রা শিশিলী দ্বীপ অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা কখনই ঐ দ্বীপ সম্পূর্ণ রূপে আপনাদিগের হস্তগত করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু নিরন্তর যত্ন দ্বারা ক্রমেং উহার সমুদায় দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল ভাগে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। মামর্টিনীয়েরা ঐ কার্থেজীয় গণের ভয়ে ভীত হইয়া রোমের শরণাপন্ন হইল। রোমীয়েরা তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার বাসনায় শিশিলী দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এইরূপে কার্থেজীয়দিগের সহিত যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহাকে প্রথম পুনিক্ যুদ্ধ বলে। ইহা ২৩ বৎসর ধরিয়া হয় এবং ইহার মধ্যে রোমীয়েরা সামুদ্রিক রণপোত নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা জলযুদ্ধ করিতে শিখে। কার্থেজীয়েরা বহু কালাবধি বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইয়া সমূহ ধনসম্পত্তি শালী হইয়াছিল। তাহারা স্বয়ং কদাচিৎ অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইত না, ভৃতিভুক সৈন্য দ্বারাই সকল সংগ্রাম কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ভৃতিভুক সৈন্যগণ যে, সচরাচর স্বকার্য্য তৎপর রোমীয় সৈন্যের সহিত সংগ্রামে সমর্থ হইত না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; কিন্তু বিশিষ্ট রণদক্ষ সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে তাহারা কখনং রোমীয় দিগকেও পরাভব

করিতে পারিত। স্পার্টান নগর নিবাসি জান্টিপস্ নামক কোন যুদ্ধবীর একবার কার্থেজীয়দিগের সেনা-পতিত্ব গ্রহণ করিলে রোমীয় সেনানী সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রেগুলস্ কার্থেজ আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হয়েন। আর হামিল্কার নামক একজন সুবিজ্ঞ কার্থেজীয় সেনাপতির অধীনে ও উহারা শিশিলী ও দক্ষিণ ইটালিতে রোমীয়দিগের অনেক হানি করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের বিদ্রোহী সৈন্যদলকে পরাভব করণে সমর্থ হয়। কিন্তু সর্ব্বদাই এরূপ হইত না। রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধে কার্থেজীয়রাই অধিক স্থানে পরাজিত হইত। সুতরাং পরিশেষে উহারা সন্ধি করণে সম্মত হইয়া শিশিলীদ্বীপ পরিত্যাগ এবং বিপুল অর্থ-দণ্ড প্রদান করিতে স্বীকার করিল।

ইহার পর ২২ বৎসরের মধ্যে রোমীয়েরা সমু-দায় শিশিলীদ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। শিশা-লপিন্ গল্ নামক পো নদীর অববাহিকাও উহাদের হস্তগত হইল। আর বিনিস্ উপসাগরের উত্তর ও পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ইলিরিয়া প্রদেশের রাজ্ঞী দস্যু বৃত্তি দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ জনপদবাসিগণকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া রোমীয়েরা তাঁহারও রাজ্য লইয়া স্বাধিকার সন্তুক্ত করিল। সার্ডিনিয়া দ্বীপও এই সময়ে রোমীয়দিগের হস্তগত হয়।

কিন্তু ঐ সময়ে কার্থেজীয়রাও নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিল না। উহারা শিশিলী এবং সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ গুলিতে আপনাদিগের বল প্রকাশ করিতে না পাইয়া ক্রমে২ স্পেইন্ দেশের সমুদায় পূর্ব্বোপকূল ভাগ আপনাদিগের অধিকৃত করিল। বিচক্ষণ সেনাপতি হামিল্‌কার এই সকল কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার যত্নে কার্থেজীয়দিগের এই নূতন রাজ্য এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে, রোমীয়েরাও তদ্দর্শনে শঙ্কান্বিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, কার্থেজীয়রা যেন ইব্রোনদী পার হইয়া না আইসে। এই সময়ে হামিল্‌কারের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জামাতা হাস্‌দ্রুবাল্ কার্থেজীয় সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইনিও বহুকাল জীবিত ছিলেন না। ইহাঁর পর হামিল্‌কারের সুযোগ্য পুত্র হানিবাল, ষড়বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কার্থেজীয়দিগের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইনি নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃ শিবিরে আনীত হইয়া যাবজ্জীবন কেবল যুদ্ধের রীতি নীতি শিক্ষা এবং বিবিধরূপ সংগ্রামক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন—ইহাঁকে ইহাঁর পিতা অতি শৈশবেই দেবতার নিকট শপথ করাইয়া রোমের পরম শত্রু করিয়া রাখিয়া যান—এবং ইহাঁর তুল্য যুদ্ধবীর, বোধ হয়, অদ্যাপি কেহ কোন

দশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইনি রোমীয়দিগের নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া ইব্রো নদী পার হইয়া সাজন্টম্ নামক নগর আক্রমণ করিলেন। রোমীয় দূত তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তিনি ঐ নিষেধ মানিলেন না। সুতরাং ২১৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমের সহিত কার্থেজীয়দিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাকে দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ বলে।

এই যুদ্ধ যে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিবে রোমী-য়েরা তাহা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। হানিবাল আপন ভ্রাতা হাস্‌দ্রুবালের প্রতি স্পে-ইন্ রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিয়া অতি শীঘ্রই পিরেনীস পর্ব্বতশ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া গল্ দেশের দক্ষিণ ভাগ দিয়া গমন করত সুবৃহৎ ভেলক নি-র্ম্মাণ করাইয়া তৎসহযোগে হস্তী অশ্ব সমেত রোন্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন—বিপক্ষ পক্ষীয় বন্য জাতীয় গল্‌দিগকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করি-লেন—এবং পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে অশ্রুত পূর্ব্ব ক্লেশ সহ্য করিয়া আল্পস্ পর্ব্বতচয় উল্লঙ্ঘন করত স-সৈন্যে ইটালীর উত্তর ভাগে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

তত্রত্য গল্ জাতীয়েরা অতি অল্পকাল পূর্ব্বেই রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরা-জিত হইয়াছিল। তখনও তাহাদিগের মন হইতে

রোমীয়দিগের প্রতি দ্বেষভাব অপনীত হইয়া যায় নাই। সুতরাং উহারা দলে২ আসিয়া হানিবালের সৈন্য পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। রোমীয়দিগের দুই জন কন্সল্ শিপিয়ো এবং সেম্প্রোনিয়স্ ইহাঁরা একে২ টিসিনস্ ও ট্রিবিয়া এই দুই নদীকূলে হানিবালের গতি রোধ করিতে গিয়া তৎ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন। ফ্লামিনিয়স্ নামক আর এক জন কন্সল্ও থ্রাসিমীন্ হ্রদের নিকট হানিবালের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং স্বয়ং নিহত হইলেন। তখন রোমীয়েরা জানিতে পারিলেন যে, হানিবাল্ তাঁহাদিগের সামান্য শত্রু নহেন। উহাঁরা তৎক্ষণাৎ ফেবিয়স্ নামক অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তিকে ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মরক্ষার ভার সমর্পণ করিলেন। ফেবিয়স্ অতিশয় সতর্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কদাচিৎ হানিবলের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না, সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে২ থাকিয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপ করিয়া তিনি একদা কৃতকার্য্য-প্রায় হইয়াছিলেন। হানিবাল সসৈন্যে কোন গিরিসঙ্কট মধ্যে প্রবেশ করিলে পর, ফেবিয়স্ হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন—কোন দিকে বাহির হইবার পথ রহিল না। এমত সময়ে

রাত্রি উপস্থিত হইল। হানিবাল্ কতকগুলি মশাল জ্বালিয়া অনেকগুলি গরুর শৃঙ্গে বান্ধিয়া পর্ব্বতের এক দেশে ঐ গরু সকলকে তাড়াইয়া দিলেন। রোমীয়েরা বোধ করিল যে, হানিবাল ঐ দিক আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, এই ভাবিয়া তাহারা সকলে সেই দিকেই ধাবমান হইল। হানিবাল্ ঐ সুযোগে অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপে দুই সেনাপতির নানা প্রকার রণকৌশল প্রকাশ হইতেছিল; কেহ কাহারও কোন বিশেষ হানি করণে সমর্থ হন নাই—এমত সময়ে রোমীয়েরা সত্বর যুদ্ধ সমাপন করিবার প্রত্যাশায় ফেবিয়সের পরিবর্ত্তে ভারো এবং এমিলিয়স্ নামক দুইজন কন্সল্‌কে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিল। ভারো অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাব ছিলেন। তিনি যে দিন সৈন্যাধ্যক্ষতা পাইলেন সেই দিনেই হানিবালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ‘কেনি’ নামক স্থানে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়। ইহাতে সাতচল্লিশ হাজার প্রকৃত রোমীয় যোদ্ধৃগণ সমরশায়ী হইয়াছিল। রোমের সংস্থাপনাবধি একাল পর্য্যন্ত কখন উহার এমত দুর্দ্দশা হয় নাই। গল্‌জাতীয়েরা রোম দগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ হয়, তাহাদিগের যুদ্ধেও এত অধিক লোকের প্রাণ বিনাশ হয় নাই। এই যুদ্ধ ২১৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে। চমৎকারের বিষয় এই যে, এমত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও

রোমীয়েরা আপনাদিগের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিল না। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া হানিবাল্ উহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রোমীয়েরা তখন সন্ধি-সংস্থাপনে সম্মত হইল না। এপর্য্যন্ত গল্ ভিন্ন ইটালির অন্য কোন জাতি হানিবালের পক্ষতা অবলম্বন করে নাই। কেনির যুদ্ধের পর উহারা অনেকে ভীত হইয়া ক্রমে২ হানিবালের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ কাপুয়া নগর নিবাসিগণ হানিবালের মহা সম্মান ও সমাদর করিল। শীতকালে হানিবাল তাহাদিগের নগরে গিয়া অবস্থান করিলেন। এই অবধি তাঁহার কপাল ভাঙ্গে। কাপুয়া নিবাসিগণ সাতিশয় ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিল। উহাদিগের সহবাসে হানিবালের সেনা সকল ইন্দ্রিয় সুখাস্বাদন করিয়া যুদ্ধ ক্লেশ পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল। তিনি কার্থেজ হইতে নূতন সৈন্য আনয়নের নিমিত্ত যত চেষ্টা করিলেন, স্বদেশীয়গণের আলস্যে সেই সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইল। পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতা স্পেইন্ হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন, পথি মধ্যে নিরো নামক কন্সলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনিও পরাভূত এবং নিহত হইলেন।

এই শেষোক্ত ব্যাপার যে ঘটিয়াছে হানিবল তাহার কিছুই জানিতেন না। রোমীয় সৈনি-

কেরা হাসদ্রুবালের ছিন্ন মস্তক লইয়া উহাঁর শিবির মধ্যে নিক্ষেপ করিলে পর ভ্রাতৃ নিধন ব্যাপার তাঁহার প্রথম অবগতি হইল। কিন্তু হানিবাল এমত দুর্দশাপন্ন হইয়াও নিজ নৈসর্গিক রণ পাণ্ডিত্য গুণে ইহার পরেও অবিরত পনর বৎসর কাল ইটালিতে অবস্থান করত রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে রোমীয়েরা প্রবল হইতেছিল—অপর যে খানে যায় উহারা সেই খানেই জয় লাভ করে—কিন্তু হানিবালের সহিত যুদ্ধ করিলেই পরাভব পাইয়া পলায়ন করিতে হয়। পরিশেষে সিপিয়ো নামক কোন যুবা পুরুষ কন্সল্ পদাভিষিক্ত হইয়া প্রথমে স্পেইনে বিজয় লাভ করত পরে আফ্রিকায় গমন করিলেন এবং তত্রত্য নুমিডিয়া প্রদেশের রাজা মাসিনিসার সহিত মিলিত হইয়া কার্থেজনগর আক্রমণের উপক্রম করিলেন। তখন কার্থেজীয়রা একান্ত নিরুপায় হইয়া আপনাদিগের সেনাপতি হানিবালকে আহ্বান করিল। তিনি অগত্যা ইটালি পরিত্যাগ করিয়া কার্থেজে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 'জামা' নামক স্থানে সিপিয়োর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে হানিবাল পরাজিত হইলেন। ২০২ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটনা হয়। এই যুদ্ধের পরেই কার্থেজীয়রা যৎপরোনাস্তি হীনতা স্বীকার করিয়া রোমের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে।

দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের সময়ে মাসিডোনিয়া রাজা ফিলিপ্ হানিবালের সহিত সন্ধি করিয়া রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিং তিনি হানিবালের প্রাবল্যের সময় কোন বিশে চেষ্টা করেন নাই। রোমীয়েরা হানিবলবে পর্য্যুদস্ত করিয়াই ফিলিপের প্রতি মনোযো করিলেন এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গ্রীসে স্বাধীনতা ঘোষণ করিয়া দিলেন। গ্রীকেরা প্রথমত অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা দিগের বোধ হইল যে, স্বাধীনতা রূপ পরম সু কখন অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে না—যিি স্বাধীন হইবেন তাঁহার আপনার যোগ্যতা থাক আবশ্যক করে। গ্রীকদিগের সেই যোগ্যতা ছি না। তাহারা রোমীয়দিগের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া সিরিয়া দেশের রাজাকে আপ নাদিগের উদ্ধারার্থ আহ্বান করিল। সিরিয় রাজ আণ্টিয়োকস্ তাহাদিগের সহায়তা করিবে গিয়া অতি শীঘ্রই বিজিত হইলেন। তিনি মাণ্টি নিয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রোমীয়দিগে নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলে উহারা তাঁহার অধি কার সমস্ত লইয়া নিজ পক্ষীয় রাজগণকে প্রদা করিল এবং হানিবলকে স্থান দান করিবে নিবারণ করিল। হানিবল ইহার পর অন্য এ

ক্করে তাহা সামান্য যুদ্ধেই নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার পর আবার নুমান্‌সিয়া নাগরিকেরাও বহুকালাবধি রোমের বিপক্ষতাচরণ করিয়া পরিশেষে সিপিয়ো কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার উপক্রম দেখিলে আপনারা সকলে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ফলতঃ রোমের এই অতি প্রাবল্যের সময়েই উহার বিনাশের হেতুভুত দোষ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে কোন রোমীয় লোক ইহা বুঝিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। কথিত আছে, সিপিয়ো কার্থেজে অগ্নি প্রদান করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, আমার জন্মভূমি রোমেরও কোন সময়ে এইরূপ দুরবস্থা ঘটিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

[রোমীয় নাগরিকদিগের অবস্থা এবং চরিত্র—নীচ সংগ্রহ দ্বারা আঢ্যদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা—টাইবিরিয়স্ গ্রাকসের বিবরণ—কেইয়স্ গ্রাকসের বিবরণ—নুমিডিয়ার যুদ্ধ—টিউটন এবং সিম্ব্রীয় লোকের সহিত যুদ্ধ—ইটালীয়দিগের বিদ্রোহ—সেই বিদ্রোহ শান্তি—মিথ্রিডেটিসের সহিত যুদ্ধ—মেরাইয়স এবং সলা।]

রোমীয়দিগের প্রদেশাধিকার শাসনের রীতি যে রূপ বর্ণিত হইল তদ্দ্বারাই বোধ হইয়া থাকিবে যে,

ঐ সময়ে উহাদিগের মান, সম্ভ্রম এবং গৌরব যে রূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল, পূর্ব্বগত কোন জাতীয় লোকের কখন সেরূপ হয় নাই। তখন রোম নগরে জন্ম গ্রহণ করা কি পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল! সেই নগরে জন্ম গ্রহণ করিলেই পৃথিবীর অন্য সকল দেশের রাজাদিগের অপেক্ষাও অধিক গৌরবান্বিত হইবার উপায় হইত। যে ব্যক্তি রোমে অতি সামান্য লোকের মধ্যে গণ্য ছিল, সেও স্পেইন্ হইতে আসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত যেস্থানে কেন গমন করুকনা, সকলেরই বন্দনীয়, দর্শনীয়, মাননীয় হইয়া চলিত। তখন অর্থগৃধ্নু রোমীয়গণ অতি সহজেই আপনাদিগের ধনতৃষ্ণা পরিপূর্ণ করিতে পারিত—কীর্ত্তিপ্রিয় রোমীয়গণ অত্যাল্প আয়াসেই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারিতেন—এবং ধর্ম্মশীল রোমীয় গণও সেই সময়ে মানব কুলের সমধিক উপকার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ঐ সময়ে রোম নগরীতে ধনলোলুপ, যশোলুব্ধ এবং দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক হইয়াছিল, ধর্ম্মশীল এবং মানবকুল হিতৈষী ব্যক্তির সংখ্যা তেমন অধিক ছিলনা। তেমন অধিক কি? রোমীয়দিগের ধর্ম্ম বুদ্ধি কখনই সম্যক ঔদার্য্যগুণ সম্পন্ন হয় নাই—তাহারা কখনই মানব সাধারণের হিতেচ্ছাকে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিত না। তাহা-

দিগের মধ্যে যিনি পরম ধার্ম্মিক হইতেন, তিনি স্বদেশ-হিতৈষী হইতেন; তাঁহার ও উপ-চিকীর্ষা বৃত্তি সমুদায় মানব জাতিকে স্ববিষয়ীভূত করিতে পারিত না। সুপ্রসিদ্ধ কেটোর চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ ব্যক্তি রোমে অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু তিনিও কার্থেজীয়দিগের এমত বিদ্বেষ করিতেন যে, সে-নেটে যখন যে বিষয়ে কেন বক্তৃতা করুন না, সর্ব্ব শেষে কার্থেজ বিনষ্ট করা উচিত এই বলিয়া বাক্য সমাপন করিতেন।

এই সময়ে গ্রীকদিগের সংশ্রবে রোমী-য়েরা কিছু২ বিদ্যাচর্চ্চার ও আরম্ভ করিয়াছিল এবং আপনাদিগের প্রাচীন দুষ্ট ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়া-ছিল আর গ্রীকদিগের পূজ্য দেবতা সমস্তের পূজা আপনাদিগের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়া উহা-দিগের ভ্রষ্টাচার সমস্তের ও অনুকরণ করি-য়াছিল।

ধন-সম্পদ, ভ্রষ্টাচার এবং কৃত্রিম সভ্যতার আবির্ভাব হইলে কখন কোন দেশের প্রজা-বর্গের মধ্যে সমভাব থাকিতে পারে না। রোমে তাহাই ঘটিল। তখন শুনিতে সকল রোমী-য়ই সমান ছিল বটে—আইনেও সেই কথার কোন

অন্যথা ছিল না বটে—কিন্তু বাস্তবিক, তখন রোমীয় প্রজাবর্গের মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা ধনবান এবং যাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ অনেকে প্রধানং রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা একদল, আর যাহারা নির্ধন এবং কোন বিখ্যাত বংশ সম্ভূত নয়, তাহারা অপর দল ; রোমীয়েরা এই প্রকার দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজ কার্য্য সমুদায়ই ধনীদিগের হস্তগত ছিল, নির্ধনেরা কেবল সভাস্থলে স্বং অভিমত প্রকাশ করিতে পারিত এবং সেই সকল মত লইয়াই রাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। এই জন্য ধনীগণ নির্ধনদিগকে স্বং বশীভূত করিবার নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন করিতেন। লোকে দুষ্ট মন্ত্রণা সকল দুষ্ট উপায় দ্বারাই সিদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং ধনবানেরা যখন কেবল উন্নত পদের প্রত্যাশাপন্ন হইয়া নির্ধনদিগের খোষামোদ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা যে, উহাদিগকে গোপনে উৎকোচ প্রদান করিবেন—আপনাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও জন সাধারণের চিত্ত রঞ্জনার্থ বিবিধ নাট্য কৌতুকাদি প্রদর্শন করাইবেন—এবং মনেং যাহা থাকুক, কিন্তু যত দিন কর্ম্ম না হয় তত দিন মুখে সকলের সহিত মিষ্ট আলাপ করিয়া সকলকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিবেন—ইহা সহজেই বোধ গম্য হইতে

পারে। এইরূপ বহুকালাবধি হওয়াতে জন সাধারণ প্রায়ই সৎক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা জীবিকোপার্জ্জনের চেষ্টা করা পরিত্যাগ করিল—উহারা কোন ধনবানের পক্ষে সভাতে আপনাদিগের অভিমত প্রদান করিলেই তাঁহার স্থানে যথেষ্ঠ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে লাগিল—সুতরাং অত্যল্পকাল মধ্যেই নিতান্ত নীচ বুদ্ধি এবং দুষ্টাচার হইয়া পড়িল।

রোমের বাস্তবিক দশা এইরূপ হইলেও তৎ-কালে এই সকল দোষ কিছুই প্রকাশ পায় নাই। প্রত্যুত সেই সময়ে প্রদেশ শাসনকর্ত্তৃগণ সকলেই বিপুল বিভবশালী হইয়া স্বদেশে আগমন করত রোমনগরীকে অতীব রম্য প্রাসাদ সমূহে পরিশো-ভিত করিতেছিলেন,—অনেকানেক ব্যক্তি ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সুবৃহৎ উদ্যান সমস্ত প্রস্তুত করিতেছিলেন—এবং সেনাপতিগণ দূরস্থিত প্রদেশ সকল জয়লব্ধ করিয়া জনসমূহের নিকট খ্যাতি লা-ভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং যেমন কোন পীড়া বিশেষে শরীরের বাহ্যকান্তি এবং পুষ্টি বর্দ্ধন হয় কিন্তু অন্তর্মধ্যে উহা সম্পূর্ণরূপে অসার এবং বল-শূন্য হইতে থাকে, রোমেরও অবিকল সেই দশা উপস্থিত হইয়াছিল।

কোন২ পরিনামদর্শী এবং বিচক্ষণ রোমীয় স্ব-

দেশের তাদৃশ অবস্থা অনুভূত করিয়া যাহাতে দোষ সমস্ত সংশোধিত হয় এমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ টাইবিরিয়স্ গ্রাকস্ নামা এক ব্যক্তি তদর্থে সম্যক যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম সিপিয়োর কন্যা কর্নিলিয়ার পুত্র। ইনি মাতৃসন্নিধানে বাল্যাবধি বিবিধ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং ১২৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে ট্রিবিউন্ পদে উন্নত হইয়া অবিলম্বে যাহাতে লিসিনীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া কোন ব্যক্তির সাধারণ ভূমি সম্পত্তিতে পাঁচ শত জুগরার অধিক অধিকার না থাকে, এমত চেষ্টা করেন। তাহাতে বিষয়াপন্ন ব্যক্তি মাত্রই টাইবিরিয়সের পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া অক্টেবিয়স্ নামা আর এক জন ট্রিবিউন্কে আপনাদিগের মতাবলম্বী করিলেন। অক্টেবিয়স্, টাইবিরিয়সের প্রস্তাবিত বিধি প্রচলিত হওয়া নিষেধ করিলেন। টাইবিরিয়স্ সহস্র চেষ্টা করিয়াও ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি সাধারণ সভাস্থলে অক্টেবিয়সের নামে নালিশ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করাইলেন। রোমে ট্রিবিউন নিয়োগ হওয়া অবধি কখন এমত ব্যাপার ঘটে নাই। টাইবিরিয়সের শত্রুপক্ষীয়গণ এই সূত্র পাইয়া প্রচার করিয়া দিল যে, তিনি রোমের চিরপ্রচলিত শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া আ-

পনি রাজা হইবার চেষ্টা করিতেছেন। একান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত জন-সাধারণের মনে বৈরিবর্গের এই অশ্রদ্ধেয় অপবাদে প্রতীতি জন্মিল। তাহারা ক্রমেঽ টাইবিরিয়সের পক্ষতা পরিত্যাগ করিলে শত্রুগণ একদা হঠাৎ মহা গোলোযোগ উপস্থিত করিয়া সভাস্থলে সহচর কতিপয় সমেত দেশ হিতৈষী টাইবিরিয়সের প্রাণবধ করিল।

টাই বিরিয়সের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ সোদর কেইয়স্, ট্রিবিউন্ পদাভিষিক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সেনেট সভার সভ্যগণ নিতান্ত ধন লোলুপ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণ ব্যাপারে অত্যন্ত গর্হিতাচরণ করিতেছেন। বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যাহার স্থানে অধিক উৎকোচ প্রাপ্ত হন, তাহাকেই জয়ী করেন। অতএব তিনি এই এক ব্যবস্থা প্রচলিত করাইলেন যে, ধর্ম্মাধিকরণের ভার সেনেটের হস্তে সমর্পিত না হইয়া ইকাইট্ অর্থাৎ অশ্বারোহী দলের হস্ত গত হইবে। কেইয়স্ আর ও প্রস্তাব করিলেন যে, লাটিন প্রভৃতি অপরাপর ইটালীয় জাতিগণ রোমের নাগরিকদিগের ন্যায় সাধারণী সভাতে স্বঽ অভিমত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। এই কথার প্রস্তাব হইবামাত্র রোমের আঢ্যগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া

ড্রুসস্ নামক অন্য এক জন ট্রিবিউন্‌কে আপনাদিগের পক্ষতাবলম্বন করাইল। ঐ ট্রিবিউন্ সাতিশয় ধূর্ত্ততা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রজা সমস্তের নিকট এমত সকল ব্যবস্থা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রচলিত হইলে কেইয়স্ প্রাস্তাবিত আইনের অপেক্ষাও উহাদিগের সমূহ উপকার দর্শে। ড্রুসস্ এইরূপে স্বয়ং প্রজা-প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং কেইয়সের মান সম্ভ্রম দিন২ ন্যূন হইতে লাগিল। যখন কেইয়সের প্রতি লোকের অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িল, তখন শত্রুরা উহাঁর দলবলকে আক্রমণ করিয়া একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। 'গ্রাকস্' অভিধেয় সোদরদ্বয়ের এইরূপ বিনাশ হওয়াতে তাৎকালিক রোমীয়দিগের রীতি চরিত্র সংশোধিত হইতে পারিল না। আঢ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় উৎকোচগ্রাহী এবং পর পীড়ক থাকিলেন। নুমিডিয়ার রাজা মাসিনিসার এই সময়ে মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই ঔরস এবং একটী পোষ্য পুত্র থাকে। ঐ পোষ্য পুত্রের নাম 'জগর্থা'। সেই ব্যক্তি রোমীয়দিগের তাৎকালিক দুষ্ট চরিত্র সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া মনেং নিশ্চয় করিল যে, এতাদৃশ অধর্ম্মশীল মনুষ্যগণকে বশীভূত করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে না। এই ভাবিয়া সেই ব্যক্তি মাসিনিসার পুত্রদ্বয়কে নষ্ট করিয়া আপনি নুমিডিয়ার রাজা হইল। রোমীয়দি-

গের সহিত মাসিনিসার সখ্য ছিল। অতএব উহারা সেই সখ্যের ভান করিয়া জগর্থার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জগর্থা তাৎকালিক রোমীয়-দিগের স্বভাব জানিতেন। অতএব সেনাপতি-গণকে অর্থ প্রদান দ্বারা নিজ বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। কেবল নাম মাত্রে তাঁহার সহিত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বাস্তবিক তিনি সচ্ছন্দে নিজ দুষ্কর্ম্মার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন এবং বোধ হয়, যদি আর কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইতেন তবে তাঁহার রাজ্যের প্রতি কোন ব্যাঘাতই ঘটিত না। কিন্তু তিনি ঐ সময়ে মাসিনিসার পৌ-ত্রকেও বিনষ্ট করিলেন। ইহাতে রোমের প্রজা সা-ধারণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং মেটেলস্ নামা একজন ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিকে সেনা-পতিত্বে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। মেটেলস্ সচ্চরিত্র কিন্তু একান্ত আভিজাত্যাভিমানী এবং গর্ব্বিত স্বভাব ছিলেন। একদা তাঁহার সহকারী নীচ বংশোদ্ভব মেরাইয়স্ নামা কোন ব্যক্তি স্বয়ং ক-ন্সল্ পদের প্রার্থী হইয়া রোমে আগমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্থানে বিদায় যাচ্ঞা করিলে মেটে-লস্ তাহাকে অনেক কটু বাক্য বলেন। মেরাইয়স্ তাহাতে অত্যন্তক্রোধান্বিত হইয়া বিনানুমতিতেই রোমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সাধারণ লোকের

অনুগ্রহে নিজ কাঙ্ক্ষিত কন্সল পদে অভিষিক্ত হইয়া আপনি জগর্থার যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া গমন করিলেন। মেরাইয়স একজন প্রসিদ্ধ যুদ্ধ বীর ছিলেন বস্তুতঃ তিনি শাস্ত্র বিদ্যাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া কেবল শস্ত্র বিদ্যারই গৌরব করিতেন। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণ বিলক্ষণ ক্লেশসহিষ্ণু এ রণ দক্ষ হইয়াছিল। অতএব জগর্থা তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া মরেটানিয়ার রাজা বকসের নিকট গিয়া শরণ লইলেন। ঐ সময়ে সলা নামে এক জন ভদ্রবংশীয় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী কোন ব্যক্তি মেরাইয়সের সহযোগী ছিলেন। তাঁহার কৌশলে ভুলিয়া রাজা বকশ শরণাপন্ন জগর্থাকে রোমীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিল। জগর্থা রোমে আনীত হইয়া এক কারাগৃহে নিরুদ্ধ হন এবং তথায় অশনাভাবে মহাক্লেশে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। নিউমিডিয়ার যুদ্ধ সমাপন হওয়াতে রোমীয়েরা সাতিশয় আনন্দ যুক্ত হইল। কারণ ঐ সময়ে সিম্বি ও টিউটন নামক দুই অসভ্য জাতীয় লোক আপনাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে ইউরোপের মধ্যে আহার ও উপযুক্ত বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া পর্য্যটন করিতেছিল। তাহারা যে দেশে প্রবেশ করিত সেই দেশের আদিম নিবাসী সমস্তকে খড়্গসাৎ করিয়া তাহাদিগের যথা সর্ব্বস্ব লুঠিয়

লইত। উহাদিগের সংখ্যা পাঁচলক্ষের ন্যূন ছিল না।। রোমীয়েরা উহাদিগের প্রতি পুনঃ পুনঃ সৈন্য প্ররণ করিয়াছিল। কিন্তু যেমন কোন সুবৃহৎ কঠিন বস্তুর প্রতি সামান্য উপল খণ্ড নিঃক্ষেপ করিলে সেই উপল খণ্ড আপনিই প্রতিহত বা চূর্ণীকৃত হইয়া যায় ঐ সকল রোমীয় সৈন্যেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। সেই সমূহ বিপদ কালে রোমীয়েরা মেরাইয়সকে পুনর্ব্বার কন্সলের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে ঐ যুদ্ধের ভার সমর্পণ করিল। মেরাইয়স্ ১০২ পূঃ খৃষ্টাব্দে গল্‌দেশের অন্তর্গত এইস্ নামক নগরের নিকট টিউটনদিগকে সমূলে সংহার করিলেন। আবার তৎপর বৎসরেই ইটালীর অন্তর্গত বার্সীল নামক নগরের নিকট সিম্ব্রিগণও তাঁহা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। এই রূপে পুনঃ২ রোম সাম্রাজ্য তাঁহা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে মেরাইয়সের মনোমধ্যে সাতিশয় অহঙ্কারের উদয় হইল। তিনি রোমের আর কোন ব্যক্তিকে তৃণ তুল্যও জ্ঞান করিতেন না, আপনি দুস্থ প্রজা সমূহের পরিচালক হইয়া আঢ্য এবং আভিজাত্যাভিমানী সকল প্রজা বর্গের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শত্রু পক্ষীয়েরা সুতরাং উহাঁর প্রতিযোগী সলার পক্ষতাবলম্বন করিয়া যাহাতে মেরাইয়সের গর্ব্ব চূর্ণ হয় এমত

যত্ন করিতে লাগিলেন। সলা পূর্ব্বাবধি বলিতেন জগর্থাকে আমিই ধৃত করিয়াছি—সেই যুদ্ধে মেরাই-য়সের অপেক্ষা আমার কর্ত্তৃত্ব অধিক। রোম নগরী এই রূপে দুই প্রতি পক্ষদলে বিভক্ত হইয়াছে, এমত সময়ে একটী ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিবার উপ-ক্রম হইল। ইটালীর লোক সকল বলিতে লাগিল যে, আমরা রোমের সৈন্য হইয়া দূরদেশে যাই—আমাদিগের দ্বারাই রোমীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত এবং পরিরক্ষিত হয়—অথচ রোমীয়েরা আমাদিগের উপর অযথা কর্ত্তৃত্ব করে, আমরা রাজকার্য্য বিষয়ে আপনাদিগের অভিমত প্রকাশ করিতে পাই না—অতএব আমরা সকলে মিলিয়া রোম সাম্রাজ্যের প্রাধান্য লুপ্ত করিব এবং উহার পরিবর্ত্তে ইটা-লিকা নামে একটী রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া সকলে একমত হইয়া থাকিব। দক্ষিণ ইটালীর লোকেরাই এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধারম্ভ করে, যদি লাটিন্ অম্বিয় এবং ইট্রুরীয়গণ ঐ সময়ে উহাদিগের সহিত যোগ দিত, বোধ হয়, তাহা হইলে রোমের প্রাধান্য এই যুদ্ধেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। উহারা যোগ না দেওয়াতেই রোমের রক্ষা হইল। আর রোমীয়েরা কৌশল করিয়া সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত করিয়া দিল যে, যাহারা আমাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে নাই, আমরা

তাহাদিগকেই আপনাদিগের সমান ক্ষমতা দিব; কিছু কাল পরে রোমীয়েরা ইহাও স্বীকার করিল যে, যাহারা সর্ব্বাগ্রে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে তাহাদিগকেও রাজকার্য্যে তুল্য ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে। এইরূপ ঘোষণা প্রচার করাতে পূর্ব্বোক্ত বিদ্রোহ ব্যাপার সমুদায় ইটালি দেশ ব্যাপক হইতে পারিল না; আর যাহারা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহারাও একে২ আসিয়া পুনর্ব্বার রোমের শরণাগত হইল। পরন্তু সাম্নাইট্ জাতীয়েরা সর্ব্বশেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। উহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমত সময়ে পূর্ব্বদিকে রোমীয়দিগের আর এক প্রবল শত্রুর উদয় হইল। সেই শত্রু কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব উকূলবর্ত্তী পন্টস্ দেশের রাজা মিথ্রিডেটিস্। ইহাঁর পিতা রোমীয়দিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমীয়েরা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া নামক একটী প্রদেশ আপনারা অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে মিথ্রিডেটিস্ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ গুপ্তভাবে আপন বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। প্রথমে রোমীয়দিগকে কিছুই না বলিয়া সৈন্য সমুদয়কে সুশিক্ষা সম্পন্ন করিলেন এবং যখন

বোধ হইল যে, রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন তখন হঠাৎ তাহাদিগের অধিকার আক্রমণ করিয়া একেবারে সমুদয় আসিয়ামাইনর প্রদেশ আপন হস্তগত করিলেন। মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি আর্কিলেয়স ঐ সময়ে গ্রীস দেশে প্রবেশ করিলে এথিনীয়গণ তাঁহাকে অতিশয় সমাদর করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং প্রায় সমুদায় গ্রীস্ দেশ অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইয়া পড়িল।

রোমীয়েরা সলাকে কন্সল পদাভিষিক্ত করিয়া এই ভয়ঙ্কর শত্রুর দমনার্থ প্রেরণ করেন। তাহাতে মেরাইয়স্ একান্ত ঈর্ষা পরবশ হইয়া আপন দল বল লইয়া হঠাৎ রোমে প্রবেশ করিলেন এবং বিপক্ষ বর্গের অনেক ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া সলাকে পদচ্যুত করিলেন এবং আপনি তাঁহার পদাভিষিক্ত হইলেন। এই সংবাদ সলার কর্ণ গোচর হইবামাত্র তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিলেন—নিজ সৈন্যগণ দ্বারা মেরাইয়স্ পক্ষীয় লোক সকলের দমন করিলেন—এবং পুনর্ব্বার কন্সল পদ প্রাপ্ত হইয়া মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। সলাকর্ত্তৃক মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি আর্কিলেয়স্ দুই বার সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত হন এবং মিথ্রিডেটিস্ স্বয়ং অন্য এক জন রোমীয় সেনাপতির নিকট

পরাস্ত হইয়া পরিশেষে সন্ধি প্রার্থনা করেন। কিন্তু এখানে রোম নগরীতে সলার অবর্ত্তমান কালে সিলা এবং মেরাইয়স্ আবার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাম্নাইট্ জাতীয়েরা উহাঁদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়াছিল এবং প্রায় সমুদয় ইটালী তাঁহাদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল অথবা উহাদিগের অত্যাচারের ভয়ে কম্পিত হইতেছিল। সলা এমত সময়ে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি এই বার এমত নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে অল্পকাল মধ্যেই মেরাইয়সের দলবল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল। এই রূপে শত্রু দমন হইলে ৮২ পুঃখৃষ্টাব্দে সলা এক বৎসর কালের নিমিত্ত ডিক্টেটর পদবী এবং রোমের সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে২ একান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মেরাইয়সের পক্ষীয় ব্যক্তি মাত্রকেই সংহার করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি আপনার শত্রু বর্গের নামের নিদর্শন পত্র প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে তাহার অনুলিপি সমস্ত রোমের স্থানে২ সংস্থাপিত করিতেন। সলার এই আজ্ঞা হইয়াছিল যে, যাহাদিগের নাম ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত থাকিবে তাহাদিগকে যে কেহ পারে মারিয়া ফেলিলে তাহার নালিস গ্রাহ্য হইবে না, প্রত্যুত হত্যাকারিগণ তাঁহার স্থানে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। সলা আপন সৈন্য-

গণকে ইটালীর স্থানে২ অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন। তাহাতে সর্ব্বত্রেই তাঁহার মতাবলম্বিগণের নিবাস হওয়াতে তাঁহার বল আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি দশ সহস্র দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আপন শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। আর রোমের শাসন-প্রণালী পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেইরূপ করিবার প্রত্যাশায় ট্রিবিউন্‌দিগের শক্তি খর্ব্ব করিলেন—ট্রিবিউট্‌ সভায় ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিবার যে ক্ষমতা হইয়াছিল তাহা রহিত করিয়া দিলেন—ধর্ম্মাধিকরণের ভার ইকাইট্‌ দলের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সেনেট সভার সভ্যদিগকে প্রত্যর্পিত করিলেন—ফৌজদারী আইন সমুদয় সংশোধিত করিলেন—এবং পরে আপনার ডিক্টেটরী পদ স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ করিয়া সকল লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। এই সময়ে মিথ্রিডেটিসের সহিত রোমীয়দিগের পুনর্ব্বার বিবাদ হইল, কিন্তু এই যুদ্ধে মিথ্রিডিটেসেরই জয় হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ সলা তাঁহাকে কেবল পন্টস দেশ মাত্র দিয়া অপর সমুদয় অধিকার রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যে সন্ধি হয়, তাহাতে কাপাডোসিয়া এবং এসিয়া মাইনরের মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ মিথ্রিডেটিসের রাজ্য সম্ভুক্ত হইয়াছিল।

সলার ভয়ে মেরাইয়সের পক্ষীয় অনেক ব্যক্তি কেহবা সিসিলি, কেহবা স্পেইন্, কেহবা আফ্রিকা ইত্যাদি নানা দেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। উহারা ঐ সকল দেশে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হওয়াতে সলা তাহাদিগের প্রতি আপন সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করেন। সলার সকল সেনাপতির মধ্যে পম্পী নামক এক ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং প্রায় সকল যুদ্ধেই জয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন। সলা তাঁহার অতিশয় গৌরব করিতেন।

-:*:-

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পম্পীর বিবরণ—জুলিয়স্ সীজর—সিসিরো—দলপতি ত্রয়ের দ্বারা সাম্রাজ্য শাসন—সীজরের কীর্ত্তিকলাপ—পম্পীর ঈর্ষা—উভয়ের যুদ্ধ—সীজরের সর্ব্ব কর্তৃত্ব—তাঁহার অপমৃত্যু —ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্—আণ্টনি এবং অক্টেবিয়স্—অক্টেবিয়সের সর্ব্ব কর্তৃত্ব এবং অগষ্টস নাম পরিগ্রহ।]

পূর্ব্বাধ্যায়ে যে পম্পীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহারাই কীর্ত্তি কলাপ বর্ণিত হইবে।

ফলতঃ এই অবধি রোমীয়গণ আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীনতা পরায়ণ এবং পুরুষার্থ সাধনে তৎপর ছিল না। তাহাদিগের ইতিবৃত্ত ব্যক্তি বিশেষের জীবন চরিতে পর্য্যবসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, রোমীয়েরা ক্রমশঃ নিষ্প্রভাব হইয়া দিন২ একাধিপতি রাজার শাসনাধীন হইবার উপযুক্ত হইয়া আসিতে ছিল। এক্ষণে তাহাদিগের যে স্বাধীনতা ছিল তাহা কেবল নাম মাত্র। পম্পী, সলার অনুমতি ক্রমে সিসিলি দ্বীপে ও আফ্রিকা খণ্ডে গিয়া তত্রত্য মেরাইয়স্ পক্ষীয় লোক সকলকে পরাজয় করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে স্পেইন্ দেশে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তথায় সর্টোরিয়স্ নামা অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তি একটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সর্টোরিয়সের যুদ্ধ নৈপুণ্যের তুলনার স্থল মহান আলেকজাণ্ডর এবং হানিবাল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধবীরগণের চরিত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পম্পী তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে কোন দুরাত্মা সর্টোরিয়সের প্রাণ বধ করিয়া স্বয়ং সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে সে অনায়াসেই পম্পীর বশ্য হইয়া পড়িল।

তুর্দ্দিকস্থ ভূভাগের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমুদায়ের আধিপত্য প্রদান করিয়া দস্যু দমনার্থ নিযুক্ত করিল। পম্পী তিন বৎসরের নিমিত্ত এই কর্ম্ম পাইলেন। কিন্তু তিনি তিন মাসের মধ্যেই দস্যু-কুলকে একেবারে নির্ম্মূলিত করিয়া ভূমধ্য সাগর সমুদায় নিরুপদ্রব করিলেন। পম্পী যত কর্ম্ম করিয়াছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা এই কার্য্যটী মহৎ। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ বৃদ্ধি হইল এবং তিনি মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থ আদিষ্ট হইলেন। পন্টসরাজ ইতি পূর্ব্বে সর্টোরিয়সের সহিত এক মত হইয়া রোমীয়দিগের প্রতিকূলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে লুকুলস্ নামা একজন সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি মিথ্রিডেটিসকে অবসন্ন প্রায় করিয়াছেন, এমত সময়ে পম্পী সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পম্পীর যুদ্ধে পন্টসরাজ সর্ব্বতোভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়া বিষপান দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন এবং পম্পী তাহার পর সিরিয়া, জুডিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিয়া রোম সাম্রাজ্য সম্ভুক্ত করিলেন। রোমে পম্পীর গৌরবের ইয়ত্তা রহিল না। রোমীয় সেনাপতিগণের এই রীতি ছিল যে, তাঁহারা কোন সংগ্রাম বিজয় করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে বিজয় চিহ্ন

প্রকাশ পূর্ব্বক মহাসমারোহ করিতেন। পম্পী নিজ বিজয়-সমারোহ যেরূপ ঘটা করিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কখন তেমন আড়ম্বর করেন নাই। পম্পীর এই প্রাধান্যের সময় আর এক ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ গুণগ্রাম বিস্তার দ্বারা জনসাধারণের মাননীয় হইতেছিলেন। ফলতঃ রোমে ইহাঁর তুল্য ক্ষমতাবান, বুদ্ধিমান ও গুণবান ব্যক্তি কেহ কখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইনি যেমন যুদ্ধ বিদ্যায় সর্ব্বাগ্রগণ্য তেমনি উত্তম বক্তা এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারও ছিলেন। ইহাঁর নাম জুলিয়স্ সীজর। মৃত মেরাইয়সের পক্ষীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলে ইহাঁকেই আপনাদিগের দলপতি স্বরূপে মান্য করিত। সলা যখন ঐ পক্ষীয় সকল লোকের প্রাণ সংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তখন সীজরকেও বিনাশ করিবার মনন করিয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় বন্ধুবর্গের অনুরোধ পরবশ হইয়া নিজ মানস সফল করিতে পারেন নাই। পম্পী ইহাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং এই দুই ব্যক্তিতে অতিশয় সদ্ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে সীজরের খ্যাতি অধিক হয় নাই। তখন রোমে পম্পীর দ্বিতীয় ব্যক্তি সিসিরো ছিলেন। সিসিরো

যুদ্ধবিদ্যায় পারগ ছিলেননা কিন্তু পৃথিবীতে যত সদ্বক্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডিমস্থিনিস্ সর্ব্ব প্রধান এবং সিসিরো তদ্দ্বিতীয়। ইহাঁর ন্যায় সুলেখকও কোন দেশে অধিক হয় নাই। বিশেষতঃ ঐ সময়ে এক বৎসরের নিমিত্ত কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া ইনি কাটালিন নামক একজন দুরাত্মার ষড়যন্ত্র সমুদায় অনুসন্ধান করিয়া রোম নগর রক্ষা করেন। তৎপ্রযুক্ত রোমীয়েরা ইহাঁকে স্বদেশের পিতা এই গৌরব-সূচক উপাধি প্রদান করে। বস্তুতঃ সিসিরো একজন পরম স্বদেশহিতৈষী, ধর্ম্ম পরায়ণ, সাধু-শীল ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সীজর প্রভৃতি কূট বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃ-করণবৃত্তি সম্যক বুঝিতেও পারিতেন না আর যদিও কোন২ স্থলে বুঝিতেন তথাপি ভীরু স্বভাব প্রযুক্ত কদাপি উহাঁদিগের পক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাভিমতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। তিনি ভালমানুষ, অতএব যাহার পক্ষে থাকিবেন সেই পক্ষেই ধর্ম্ম আছে লোকে ইহা বিবেচনা করিবে, এই ভাবিয়া দুরা-কাঙ্ক্ষ দুষ্টগণ সকলেই উহাঁকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিত। সিসিরোও কখন এপক্ষে কখন ও পক্ষে থাকিয়া আপন মতের অদৃঢ়তা এবং ধূর্ত্ত-দিগের চাতুর্য্য সপ্রমাণ করিতেন; কিন্তু তিনি

প্রায় কখনই সীজরের পক্ষতা পরিত্যাগ করেন নাই।

সুতরাং যখন সীজরের সহিত পম্পীর সদ্ভাব হইল, তখন সিসিরোও উহাঁদিগের সহিত মিলিত হইলেন। আর তাৎকালিক সর্ব্বোপেক্ষা অধিক ধনবান ক্রাসস্ নামা এক ব্যক্তিও উহাঁদিগের সহিত এক পরামর্শী হইলেন। অসীম ক্ষমতাবান সীজর, অতুল সৌভাগ্যশালী পম্পী এবং প্রভূত ধন সম্পত্তিযুক্ত ক্রাসস্, এই তিন জনের একত্র সংযোগ হইলেই ইহাঁরা রোমের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। কারণ রোম নাগরিক মাত্রেই ঐ তিন জনের অন্যতম কোন ব্যক্তির দল সম্ভুক্ত হইয়াছিল। উহাঁরা রোম সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া আপনাপন শাসনাধীন করিলেন। অভিমান শালী পম্পীর ভাগে স্পেইন্, আফ্রিকা, ইটালী প্রভৃতি সুশাসিত দেশ সমুদয় পড়িল—অর্থ লোভী ক্রাসস্ আসিয়া মাইনর শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন—পরিণাম দর্শী সীজর অতি ভীষণ-স্বভাব বন্যজাতি পরিপূর্ণ গলদেশ শাসন করিবার ভার লইলেন। পম্পী যুদ্ধাদি করিয়া ধনে মানে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন অতএব স্বয়ং রোম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইবার বাসনা করিলেন না, প্রতিনিধি দ্বারা শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপনি রোমে নিশ্চিন্ত হইয়া বিষয়

সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন—ক্রাসস্ নিজ অধি-
কারে গমন করিয়া প্রজা পীড়ন করত অনেক অর্থ
সঞ্চয় করিলেন এবং একান্ত যুদ্ধ উন্মত হইয়া
পারস্য নিবাসী পরাক্রান্ত পার্থীয় জাতির সহিত
সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ যুদ্ধে তিনি সপুত্র
নিহত হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যচয় বন্দীকৃত হইল।
সীজর নিজ অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে হেল্বি-
সীয় নামক সুইজর্লণ্ড নিবাসী বন্য জাতিকে পরাজয়
করিলেন, তাহার পর জর্ম্মানদিগের রাজা আরি-
য়বিষ্টস্ তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন, তৎপরে
বেল্জিয়ম নিবাসী বেল্জিগণ তাঁহার বশীভূত
হইল, এবং পরে তিনি উপর্য্যুপরি দুইবার ইংলণ্ড
দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটনদিগকে নিজ করকব-
লিত করিলেন। ইহার পর অনেকানেক বিদ্রোহ
হইল—জর্ম্মনেরা রাইন্ নদী পার হইয়া পুনঃ২ গল
দেশ আক্রমণ করিতে আসিল—অন্যের কথা কি,
গলের প্রজাগণও রোমীয়দিগের অধীনতা পরিত্যাগ
করিবার বাঞ্ছা করিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল
না। সীজর এমন অক্ষম ব্যক্তি ছিলেন না যে, তাঁ-
হার অধিকার তাঁহার হস্ত বহির্ভূত হইয়া যায়। গল্
দেশীয় প্রজাগণ দুর্ব্বৃত্ত বন্য অশ্বের ন্যায় নানা
প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তদ-
ধিরূঢ় সীজরকে স্বস্থান ভ্রষ্ট করিতে না পারিয়া

পরিশেষে তাঁহার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত কর্ম্মণ্য ভৃত্যবৎ হইয়া পড়িল। সেই অকাল-জীর্ণ ক্ষীণ-শরীরী সীজর শীত, বাত, বর্ষা, কিছুরই প্রতিবন্ধকতা না মানিয়া কখন বা অশ্বারোহণে সসৈন্যে গমন করিতেছেন—কখন বা রোণ্, সীন্ প্রভৃতি অতি প্রশস্ত তটিনী সকলকে সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন—পরন্তু তাদৃশ সময়েও কদাচিৎ আপন লেখকদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া একেবারে পাঁচ ছয় খানি রাজকীয় কর্ম্মের পত্র লেখাইতেছেন এবং শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্য সকল কর্ম্মের অবসানে স্বকৃত আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করণের উপযোগী ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিতেছেন—বস্তুতঃ তাদৃশ সীজরকে মনোমধ্যে ধ্যান করিলেও অলস ব্যক্তিদিগের আলস্য দূরীভূত হইয়া কার্য্যতৎপরতা জন্মিবার সম্ভাবনা। রোমে সীজরের পক্ষীয় লোক সকল তাঁহার অতুল্য গুণের অনুকীর্ত্তন করিতে লাগিল। সিসিরো বলিলেন সীজরের সহিত তুলনা করিলে মেরাইয়সই বা কি ছিলেন—আর কেহ২ মনে মনে বলিলেন পম্পীই বা সীজরের কোথায় লাগেন। ফলতঃ সীজরের খরতর কীর্ত্তি প্রভিভায় পম্পীর যশোরাশি আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কীর্ত্তিই হউক, আর ধর্ম্মই হউক,

আর বিদ্যাই হউক, যে ব্যক্তি আপনার যথেষ্ট হইয়াছে এমত জ্ঞান করিয়া অহঙ্কৃত এবং আত্মাভিমানী হয়, তাহার কীর্ত্তি বা ধর্ম্ম কিম্বা বিদ্যা কিছুই স্থায়ী হইতে পারে না—অতি শীঘ্রই সে ব্যক্তি প্রতিযোগীদিগের নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। পম্পীর সেই দশা হইবার উপক্রম হইল। তাহাতে তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া সীজরের তেজোহ্রাস করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সীজরের কন্যা পম্পীর পত্নীর প্রাণ বিয়োগ হওয়াতে উহাঁদিগের কুটুম্বতা নিবন্ধন যে সৌহার্দ্দ বন্ধন হইয়াছিল তাহাও ছিন্ন হইয়া যায়। অএতব পম্পীর পক্ষীয় সকলে বলিতে লাগিলেন যে, সীজর বহুকাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন এক্ষণে তাঁহাকে নিজ অধিকার পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। সীজর উত্তর করিলেন, আমি ইহাতে সম্মত আছি কিন্তু পম্পীও নিজ অধিকার ও শাসন-কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করুন। সীজরের পক্ষে দুইজন ট্রিবিউন্‌ও এইরূপ বলিলেন। কিন্তু সেনেটরেরা পম্পীর মতাবলম্বী হইয়া ঐ ট্রিবিউন্‌দিগের কথা অগ্রাহ্য করিলেন এবং এই বলিয়া পাঠাইলেন যদি সীজর এতদিনের মধ্যে আপন সৈন্যগণকে অপযত করিয়া রোমে প্রত্যাগমন না করেন তবে তিনি সাধারণের

শক্র বলিয়া দণ্ডার্হ হইবেন। এই অনুজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র পুর্ব্বোক্ত ট্রিবিউন্‌দ্বয় রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া সীজরের নিকট গমন করিলেন। সীজরও আর কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া আপন প্রদেশ সীমা রুবিকন্‌ নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং অতি ত্বরিত গমনে রোম নগরাভিমুখে চলিলেন। তিনি যেখান দিয়া গেলেন সকল স্থানের লোকই তাঁ-হাকে সমাদর করিতে লাগিল। পম্পী অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি মৃত্তিকায় পদাঘাত করি তবে পৃথিবী স্বয়ং আমার হিতার্থ সৈন্য প্রসব করিবেন—কিন্তু পৃথিবী তাঁহার কিছুই করিলেন না। সুতরাং সীজরকে আগতপ্রায় দেখিয়া তিনি সেনেটের সভ্যগণ সমেত আপন দল বল লইয়া ইটালী পরিত্যাগ করিয়া ইপাইরস প্রদেশে প্র-স্থান করিলেন। সীজর রোমে উপস্থিত হইয়া একাধিপতি রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগি-লেন। তিনি সাধারণ ধনাগার আপন হস্তগত করি-লেন ; কিন্তু কাহাকেও পীড়া দিলেন না। প্রত্যুত সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া পম্পীর স্পেইন্‌ দেশ স্থিত সৈন্যগণকে জয় করিতে চলিলেন। পম্পীর এই সেনাটী অত্যন্ত রণদক্ষ সৈনিক সমস্তে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সীজর উহাদিগের প্রতি এমত কৌশল পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা অনায়াসেই

পরাজিত হইল। এখানে রোমের লোকেরা সীজরকে ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত করিল, কিন্তু সীজর রোমে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ পদ পরিত্যাগ করিলেন এবং কন্সলের কর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করিয়া পম্পীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পূর্ব্বদেশে সীজর অপেক্ষা ও পম্পীর নাম অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং পম্পী অনায়াসেই বিপুল সৈন্য এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন। ৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে থেসালী দেশের অন্তর্গত ফার্সেলিয়া নগর সন্নিধানে উভয় প্রতিপক্ষ দলের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পম্পী সম্পূর্ণ রূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে লেস্‌বস্‌ দ্বীপে এবং পরে তথা হইতে মিসরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা মিসর রাজ, সীজরকে প্রীত করিবার অভিপ্রায়ে শরণাগত পম্পীর শিরশ্ছেদ করিল। কিন্তু সীজর তাহাতে প্রীত হইলেন না। পম্পীর নিধন বার্ত্তা শ্রবণে অকৃত্রিম শোকে আর্ত্ত হইলেন। তিনি ইহার কিয়ৎকাল পরে মিসর রাজ স্বসা ক্লিওপেট্রার সহিত ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে মিথ্রিডেটিসের পুত্র ফার্ণেসিস্‌ রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করেন। সীজর কালাতিপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে যাত্রা করিলেন এবং আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত জিলা নামক স্থানে একটী যুদ্ধে শত্রুর সকল বল বিনাশ

করিলেন। আসিয়াখণ্ড নিবাসীদিগের সহিত এই যুদ্ধ এমত সহজে নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, সীজর রোমে আপন বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এই তিনটী পদ মাত্র লিখিয়াছিলেন, যথা আইলাম, দেখিলাম, জিতিলাম। ইহার পর তিনি একবার রোমে গমন করিলেন এবং তথা হইতে অফ্রিকায় গিয়া থাপ্‌সসের যুদ্ধে পম্পীর পক্ষীয় সকলকে পরাস্ত করিলেন। ইহার পর পম্পীর পুত্রদ্বয় স্পেইনে গিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। সীজর তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া স্পেইনে গমন করিলেন এবং মণ্ডা নামক স্থানে উভয় প্রতিপক্ষ সৈন্যের যে তুমুল যুদ্ধ হয় তাহাতে সীজর স্বয়ং ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারই জয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর আর সীজরের প্রতিযোগী কেহই রহিল না। তিনি রোম সম্রাজ্যের এক মাত্র কর্ত্তা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও আপনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহ্যে প্রাচীন প্রথা সমুদায় প্রচলিত রাখিয়া বাস্তবিক ঐকাধিপত্য শক্তি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্য-শাসন অতি সন্দুর রূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। অতি উত্তম২ রম্য প্রাসাদ দ্বারা রোম নগর সুশোভিত হইল। অনেকানেক রাজবর্ত্ম ও জল-প্রণালী

নির্ম্মিত হইয়া বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতাপে সমুদয় সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব এবং উপশান্ত হইয়া থাকিল। এই সময়ে কতিপয় ব্যক্তি পুনর্ব্বার প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার বাসনায় সীজ-রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তন্মধ্যে ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ নামা দুই ব্যক্তি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা জানিতেন না যে, রোমের স্বাধীনাবস্থার কাল গত হইয়া গিয়াছে। তখন পূর্ব্ব রূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে স্বাধীনতার শব মাত্র রক্ষিত হইতে পারে, তাহার জীবন স্বরূপ যে ধর্ম্ম-পরায়ণতা তাহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া আসিতে পারে না। যাহাহউক উহাঁরা সীজরকে সেনেট গৃহ মধ্যে হত্যা করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে লোক সাধারণ প্রথমে স্তব্ধ ও সাতি-শয় ভীত হইল পরে যখন সীজরের অধীন আন্টনী নামা এক জন সেনাপতি সীজরের মৃত দেহ প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিলেন—যখন ঐ মৃত মহাত্মার গুণগ্রাম ও পরোপকারিতার নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইলেন—তখন সকলেই হত্যাকারীদিগের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নানা বিবাদের পর সীজরের ভাগিনেয় অক্টেবিয়স্

এবং তাঁহার সেনাপতি আন্টনী এবং গল দেশের শাসনকর্ত্তা লেপিডস্ এই তিন জনে মিলিত হইয়া সমুদায় রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব বিভাগ করিয়া লইলেন। লেপিডস্, স্পেইন্ পাইলেন, আন্টনীর ভাগে গল প্রদেশ পড়িল, আর অক্টেবিয়স্ ইটালী, সিসিলিও আফ্রিকার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর ইহাঁরা তিনজনে মিলিয়া পূর্ব্বে সলা যেমন আপন শত্রুবর্গ বিনাশ করিবার নিমিত্ত নিদর্শনপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেইরূপ নিদর্শনপত্র বাহির করিতে লাগিলেন। রোমের অতি প্রধান২ ব্যক্তি সকল ইহাতে বিনষ্ট হইলেন, তম্মধ্যে সিসিরোও নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে আপনাদিগের সকল শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া আন্টনী এবং অক্টেবিয়স্ সসৈন্যে গ্রীস্ দেশে যাত্রা করিলেন। তথায় ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ আপনাদিগের সৈন্য লইয়া সংগ্রামার্থ উপস্থিত ছিলেন। মাসিডনের অন্তর্গত ফিলিপি নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ সম্পূর্ণরূপেই পরাভূত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। আন্টনী ইহার পর ভোগ-সুখে মত্ত হইয়া মিসর রাজ্ঞী ক্লীওপেট্রার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একেবারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে পম্পীর পুত্র সেক্‌সটস্‌ এমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আণ্টনী ও অক্টেবিয়স্‌ উভয়ে এক মত হইয়া তাঁহাকে সিসিলিদ্বীপের অধিকার প্রদান করেন। এই সময়ে আণ্টনীও একবার রোমে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুর্ব্বস্ত্রী ক্লোবিয়ার মৃত্যু হওয়াতে তিনি অক্টেবিয়সের সু-শীলা ভগিনী অক্টেবিয়াকে বিবাহ করেন। ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার আপন অধিকারে গিয়া পার্থীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে যান এবং তথায় পরাজিত হইয়া ক্লিওপেট্রার নিকট পলায়ন করিয়া আইসেন। এখানে অক্টে-বিয়স্‌ ঐ অবকাশে আপন বিচক্ষণ পোতাধ্যক্ষ আগ্রিপার সহায়তায় সেক্‌সটস্‌কে পরাজয় করি-লেন এবং ঐ সময়ে লেপিডস্‌কেও অধিকারচ্যুত করিয়া রোমে আনিয়া পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আণ্টনী পার্থীয় জাতির সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মিসরে ক্লিওপেট্রার নিকট পলায়ন করিয়া আসিলেন এবং আপন ধর্ম্মপত্নী সুশীলা অক্টেবিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা অক্টেবিয়সের অপমান করিলেন। অক্টেবিয়স্‌ এতাবৎকাল ঐ সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছি-লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আণ্টনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। আড্রিয়াটিক্‌ সমুদ্রকূলবর্ত্তী

আক্টিয়ম্ নগর সন্নিধানে প্রতিপক্ষ উভয় রণ-পোত সমূহের সংগ্রাম হইল। তাহাতে আণ্টনী সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া মিসরে প্রস্থান করিলেন। অক্টেবিয়সও অবিলম্বে তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন। ক্লিওপেট্রা একবার তাঁহাকেও স্ববশীভূত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিজিতেন্দ্রিয় অক্টেবিয়স্ তাঁহার চাতুরে না পড়াতে ক্লিওপেট্রা একান্ত দুঃখিতা হইয়া আত্ম হত্যা করিলেন। আন্টনীও উহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্বহস্তে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অত-এব রোম সাম্রাজ্য মধ্যে অক্টেবিয়সের প্রতিযোগী আর কেহই রহিল না। তিনি ৩০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অগষ্টস্ নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমুদয় রোম সাম্রাজ্যের এক অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

[অগষ্টসের সাম্রাজ্য শাসন—তাৎকালিক ধর্ম্ম প্রণালী খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার—রোমীয় অঙ্গনাগণের দুষ্টাচার-টাইবিরিয়স—কালিগুলা—ক্লডিয়স—নিরো।]

সেরাইয়স্ এবং সলার সময় হইতে রোম সা-ম্রাজ্যে যে ভয়ঙ্কর অন্তর্ব্বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হই-

য়াছিল তাহা এত দিনের পর নির্ব্বাপিত হইল। রোমীয় মাত্রেই হইাতে সুখী হইলেন এবং প্রজা-তন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করণের আশয়ে কেবারে জলাঞ্জলি দিয়া যাহাতে নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিতে পারেন তদর্থে সচেষ্ট থাকিলেন। ঐ সময়ে অগষ্টস্ মনে করিলে ঊর্দ্ধতন রোমীয়-দিগের একান্ত বিগর্হিত যে রাজোপাধি তাহাও গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহাও করিলেন না। রাজোপাধি কি, তিনি ডিক্টেটরের উপাধি গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছু হইলেন। কেবল অগষ্টস্ অর্থাৎ পূজনীয় এবং ইম্পারেটর অর্থাৎ সেনা-নায়ক এই দুই উপাধি গ্রহণ করিয়া এবং ট্রিবিউন্ ও সেন্সর্ এই উভয়ের কর্ম্ম আ-পন হস্তে লইয়া বাস্তবিক রোমের একাধিপতি হইয়াও নামে একজন প্রধান রাজ কর্ম্মকর মাত্র হইয়া থাকিলেন। তিনি ইম্পারেটর, সুতরাং সকল সৈন্যই তাঁহার অধীন, তিনি সেন্সর, সুতরাং রোমীয় মাত্রের পদ মর্য্যাদা নিরূপিত করিয়া দেওয়া তাঁহার হাত, তিনি ট্রিবিউন্, কমিটি-য়াতে লোক সকলকে আহ্বান করিতে পারেন এবং তাঁহার শরীর পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়—অত-এব বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে অগষ্টসের সম্পূর্ণ অধিরাজ শক্তিই হইয়া ছিল। তিনি একাদি

ক্রমে ৪৪ বৎসরকাল সমুদয় রোম সাম্রাজ্যের উপর এই শক্তি অব্যাহত রূপে ধারণ করেন। তাঁহার শাসনাধীন সাম্রাজ্যের দূরস্থিত প্রদেশগুলিও পরস্পর দৃঢ়তর রূপে সম্বন্ধ হইল। পশ্চিম ভাগে লাটিন্ ও পূর্ব্বদিকে গ্রীক্ ভাষা প্রচলিত হইয়া বিদ্যাচর্চ্চার সম্যক উন্নতি হইল এবং সাম্রাজ্যের তাবদীয় নগরী সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম সকলের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ একপ্রকৃতিক এবং একজাতীয় নগরের ন্যায় প্রতীয় মান হইতে লাগিল। কেবল পল্লীগ্রাম দেখিলেই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকৃতিক লোক দৃষ্ট হইত নচেৎ রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত অতি দূরবর্ত্তী নগরী সকলও ক্রমশঃ পরস্পর সমভাব ধারণ করিতে লাগিল। এইরূপ সমীকরণ ব্যাপার তাৎকালিক ধর্ম্ম-প্রণালী দ্বারা আরও সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ সেই সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রেই বিবিধ দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। জুডিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশেই একেশ্বর বাদ চলিত ছিল না। সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একেশ্বর বাদিগণ যেমন পর ধর্ম্ম দ্বেষ্টা হন, বহুদেব দেবীর উপাসকেরা কথনই তেমন হন না। সুতরাং রোমীয়দিগের অধীন বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা ক্রমেং পরস্পর পূজা বিধির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া সকলে

ঐকমত্যাবলম্বন করিতে থাকিবে, ইহা আশ্চার্য্যের বিষয় নহে। রোমীয় সাম্রাজ্যের এই অবস্থায় জুডিয়া দেশের অন্তর্গত বেথল্‌হেম্ নামক একটী গ্রামে য়িশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে য়িহুদীগণের ব্রহ্মবাদ ও বিস্তৃত রোম সাম্রাজ্যের সম্যক ঔদার্য্য উভয়ই মিলিত হইয়া আছে। যাঁহারা কোন দেশ বিশেষের অথবা জাতি বিশেষের নিমিত্ত কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ণ করেন, তাঁহারা প্রায়ই তদ্দেশোচিত আহার বিহার ও তদ্দেশস্থিত তীর্থাদির পক্ষপাতী হইয়া বিধি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্ম, সমুদয় পৃথিবী এবং মানবকুলকে লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, বোধ হয়। বিশেষতঃ গ্রীক্‌জাতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা পূর্ব্ব প্রচলিত পৌরাণিক মতের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যানুশীলন সহকারে তাঁহাদিগের সেই সকল মত ক্রমশঃ সম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচরদ্রূপ হইয়াছিল। তখন জন সাধারণ যদিও আপনাদিগের পিতৃ পিতামহাদির ন্যায় দেব দেবীর উপাসনা করিত বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের মনে২ ঐ ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মনুষ্য জাতি কখন পুরুষানুক্রমে কপট বিশ্বাসে কাল হরণ করিতে পারে না—শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক

অকৃত্রিম ভক্তি পরায়ণ হইবার নিমিত্ত সাধারণ ব্যক্তি ব্যূহের মনে একান্ত ঔৎসুক্য হয়। রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত লোকের মন যে সময়ে এই অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, এমত সময়ে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলেই উহা সাধারণ লোকদিগের পরিগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু একেবারে হয় নাই—আর প্রধান২ লোক মাত্রেই ইহা প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। ইহাঁরা যে সহজে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না তাহার হেতু দুই। প্রথমতঃ উন্নত পদস্থ লোক মাত্রেই হঠাৎ জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত বোধ করেন না। বিশেষতঃ যাহাঁদিগের ধন সম্পত্তি থাকে তাঁহারা ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া রাজকীয় ধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিতে সন্দেহ করেন। দ্বিতীয়তঃ রোমীয় শাসন-প্রণালী ও রোমীয় ধর্ম্ম-প্রণালী পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছিল। সুতরাং রোমের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইলে রাজ্য শাসনের রীতিও পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং যাহাঁদিগের হস্তে শাসন কর্ত্তৃত্ব সমর্পিত ছিল, তাঁহারা যাহাতে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবল হইতে না পায় বিবিধ বিধানে এমত যত্নই করিতেন। কিন্তু যত্ন করিলে কি হইবে? মানুষের চেষ্টায় কখনও নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। রোমীয়দিগের মানস ভূমি দার্শনিক পণ্ডিতগণের

যত্নে বহুকালাবধি অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের ন্যায় হইয়াছিল, সমুচিত সময়ে উহাতে ধর্ম্ম-বীজ উপ্ত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইল এবং সহস্র প্রতিবন্ধক সত্বেও সেই অঙ্কুর সতেজে উদ্গত হইতে লাগিল। কিন্তু অগষ্টসের সময়ে ইহার কিছুই হয় নাই। তৎকালে হরেস্, বর্জিল প্রভৃতি মহা কবিগণ—লিবি, সালষ্ট প্রভৃতি ইতিহাস বেত্তৃগণ—আগ্রিপা এবং মিসিনাস্ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ রাজ নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা— অগষ্টসের সভার রত্ন স্বরূপ হইয়া সেই সময়কে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যাহাহউক, অগষ্টস্ স্বয়ং সাতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে রাজ্য পালন করিয়া পরে নিজ পত্নী লিবিয়ার পূর্ব্বস্বামীর ঔরষ পুত্র টাইবিরিয়স্‌কে রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, তাদৃশ সৌভাগ্য-শালী অগষ্টস্‌ও নিজ কলত্রাদির ভ্রষ্টাচার প্রযুক্ত সমূহ মানসিক ক্লেশে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অর্থ সম্পত্তি, প্রভুতা, বিবেক শক্তি থাকিলেই যে মনুষ্যগণ সুখ ভাগী হইতে পারেন এমত নহে। রোমীয়দিগের মধ্যে যদি পূর্ব্বের ন্যায় স্বধর্ম্ম পরায়ণতা এবং তেজস্বিতা থাকিত, তাহা হইলে তথাকার সদ্বংশজাতা কুলাঙ্গনাগণ কখনই ভ্রষ্টাচার হইতে পারিতেন না, অধিকাংশই লুক্রিশিয়ার তুল্য সাধ্বীস্বভাব থাকিতেন; কিন্তু তাহা হইলে অগষ্টসও রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট্

হইতে পারিতেন না—যে অধর্ম্মের প্রাবল্যে তিনি জন্ম ভূমির স্বাধীনতা বিনষ্ট করেন তাহার প্রভাবেই লিবিয়া এবং জুলিয়া প্রভৃতি রাজবালাগণ স্বং সতীত্বে জলাঞ্জলি দেন।

অগষ্টসের জীবিতাবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পর পর্য্যন্তও টাইবিরিয়স্ অতি সৎলোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অসচ্চরিত্রের কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু সেজানস্ নামক এক দুরাত্মা তাঁহার মন্ত্রী হইলে পর তিনি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কালিগুলা তাঁহার প্রাণ বধ করিয়া রাজা হইলেন। টাইবিরিয়সের রাজ্যকালে য়িশুখৃষ্ট কশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। টাইবিরিয়স্ তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ শ্রবণ করিয়া উঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনেটরদিগের অনভিমত হওয়াতে খৃষ্ট, রোমীয়দিগের দেবতা শ্রেণী সম্ভুক্ত হইতে পারেন নাই। টাইবিরিয়সের উত্তারাধিকারী কালিগুলা যে, কি পর্য্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তিনি যেমন লম্পট, তেমনি ঔদরিক, তেমনি গর্ব্বিত স্বভাব, এবং তেমনি নিষ্ঠুর ছিলেন। ফলতঃ তাঁহার অতি-

মানুষ দৌরাত্ম্য দর্শনে কোনং ইতিহাস বেত্তা বোধ করিয়াছিলেন যে, কালিগুলা ক্ষিপ্ত ছিলেন। বস্তুতঃ ঐকাধিপত্যরূপ উচ্চ পদারূঢ় হইলে সুবোধ ব্যক্তিরও বুদ্ধি বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব কালিগুলার যে ধীশক্তির মালিন্য জন্মিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি। যাহা হউক, অগস্টস্ ইটালীর লোক সকলকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ঐ দেশের নানা নগরে প্রিটোরিয়ান নামক এক দল সেনা সংস্থাপিত করিয়া যান। ইহারা অন্যান্য সেনার দ্বিগুণ বেতন পাইত এবং অন্যান্য প্রকারেও সমাদৃত হইত। টাইবিরিয়স্ ইহাদিগকে রোমের নিকটে আনিয়া অবস্থিত করাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারাই কালিগুলার বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিল এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার খুল্লতাত ক্লডিয়স্কে সিংহসান প্রদান করিল। ক্লডিয়স্ নিতান্ত মন্দরূপে রাজ্য করেন নাই। তিনি স্বয়ং অতিশয় মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণ নানা দেশে রোমীয়দিগের শত্রু সমস্তকে দমন করিয়া রাজ্যের বিস্তার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের অনেক প্রদেশ এই সময়ে বিজিত হয়। বাহিরে এইরূপ গৌরব হইতে ছিল, কিন্তু রোমে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ের ভ্রষ্টাচারের কথাই বা কি বলা যাইবেক। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সম্রাটের

পত্নী মিসালিনা সম্রাট্ বর্ত্তমানেই উপপতির সহিত আপনার বিবাহ নির্ব্বন্ধ করিলেন। রোমের সকল লোক সেই বিবাহ দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রাজা রাণীর যে রীতি, রাজসভাস্থ ভদ্রলোকেরা প্রথমেই তাহার অনুকরণ করিয়া থাকেন। ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও সেই রীতি প্রচলিত হইয়া পড়ে। অতএব তৎকালে রোমের কুলাঙ্গনাগণের যে কেমন ভ্রষ্ট ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বোধ হয়, তেমন কদাচার আর কোথাও কখন হয় নাই। ক্লডিয়স্ ঐ রাজ্ঞীর প্রাণ বধ করিয়া ভ্রাতুষ্কন্যা আগ্রিপিনার পাণিগ্রহণ করিলেন। আগ্রিপিনার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরষজাত নিরো নামক এক পুত্র ছিল। তাহাকেই রাজ্য দিবার মানসে রাজপত্নী সম্রাট্কে বিষ পান করাইয়া নষ্ট করিলেন। নিরো অব্যাঘাতে রাজা হইলেন। ইনি সেনেকা নামক এক জন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ইনি রাজা হইয়া দার্শনিকের ন্যায় কোন ব্যবহারই করেন নাই। কিন্তু যদি কেবল পাপ পুণ্যের ইতর বিশেষ না করাই দার্শনিকের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সম্যক প্রকারেই সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইয়াছিল। তিনি পিতা মাতার প্রাণ বধ করেন এবং পরে মাতৃ শব দর্শনে তৎ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। গুরু সেনেকাও

তাঁহা কর্ত্তৃক হত হন এবং লুকান্ নামক প্রসিদ্ধ কবিও তাঁহার ক্রোধভাজন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কথিত আছে, ইনি একদা রোম নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া তাৎকালিক নাগরিক বর্গের কোলাহল এবং আর্ত্তস্বর শ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া বেহালা বাজাইয়াছিলেন এবং পরে ঐ অগ্নি খৃষ্টানেরা দিয়াছে, এই কথা বলিয়া তাহাদিগের শত২ ব্যক্তিকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দেন। কাহাকেও হিংস্র জন্তুর মুখে নিক্ষেপ করিতেন, কাহাকেও জ্বলন্ত হুতাসনে আহুতি দিতেন, কাহাকেও ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিতেন, আর কতকগুলির গাত্রে ছিদ্র করিয়া দিয়া সেই সকল ছিদ্রে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা প্রবিস্ট করত রাত্রিকালে প্রকাশ্য রাজপথে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিতেন। কথিত আছে, খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত পীটর এবং পল ইহাঁরা উভয়েই নিরোর সময়ে বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া সমুদায় সাম্রাজ্যের লোককে একান্ত উত্তেজিত করিলে পর গাল্বা নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিরোকে সংহার করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করিলেন।

এই সময়াবধি অগষ্টসের বংশে আর সাম্রাজ্য রহিল না। অগষ্টসের পর যে২ ব্যক্তি রোমে

সম্রাট হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে কাহার মনে ভয়ের উদ্রেক না হয় ? ইহাঁদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া অবশ্যই মনেঃ বোধ হইয়া থাকে যে, ইহাঁরাও আমাদিগের ন্যায় মনুষ্য ছিলেন—ইহাঁদিগের অন্তঃকরণে যে সকল পাপ ও পুন্যের বীজ ছিল, আমাদিগের মনেও সেই রূপ সমুদয় পাপ এবং পুণ্যের বীজ আছে। অতএব ইহাঁরা যখন এমত দুরাচার হইলেন তখন আমরাও যে, কখন তাহা না হইতে পারিব তাহার প্রমাণ কি ? এই ভাবিয়া মনোমধ্যে যখন কোন কুপ্রবৃত্তির উদয় হইবে তখনই তাহা দমন করা উচিত। যেহেতু প্রশ্রয় পাইলে ঐ কুপ্রবৃত্তির দ্বারা আমরা ক্রমশঃ তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে পারি। অপরন্তু ঐ সকল নারকীদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া কাহার মন হইতে আত্মশ্লাঘা দূরীভূত না হয় এবং স্বর্গ নরক যে দুইই আছে তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় স্পষ্টীকৃত না হয় ?

—✱✱✱—

অষ্টম অধ্যায়।

[গাল্‌বা—ওথো—ভিটেলিয়স্—ভেস্পেসিয়ন্—টাইটস্—ডোমিসিয়ান।]

গাল্‌বা স্পেইন্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রিটোরিয়ান্ সেনাগণ তাঁহাকে সাম্রাজ্য প্রদান

করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলে সেনেট্ সভা তা-
হাতে সম্মত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তিনি লুসি-
টেনরার শাসনকর্ত্তা ওথোকে সমভিব্যাহারে
করিয়া সত্বরে রোম নগরে আসিয়া উপ-
স্থিত হইলেন। কিন্তু প্রিটোরিয়ান্ সৈন্যগণ
তাঁহাকে যে আশয়ে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল
তিনি তাহাদিগের সেই আশা সফল করেন নাই।
তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে
উহারা সুব্যবস্থিত এবং সুশিক্ষিত হয়, গাল্‌বা নির-
ন্তর এইরূপ যত্নই করিতে লাগিলেন। তাহাতে
উদ্ধতস্বভাব সৈন্যগণ সপুত্র তাঁহাকে নিহত করিয়া
ওথোকে রাজ্যভার অর্পণ করিল। ওথো রাজা
হইলে রাইন্ নদীর তীরবর্ত্তী রোমীয় সেনা সকল
তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল না। উহারা
আপনাদিগের সেনাপতি ভিটেলিয়স্‌কে সম্রাট্
পদবী প্রদান করিয়া রোম নগরাভিমুখে যাত্রা
করিল। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল।
কিন্তু নিরন্তর সমরক্লেশ সহিষ্ণু রাইন্ নদীর তীর-
বর্ত্তী সৈন্যগণ, নিতান্ত প্রশ্রয় প্রাপ্ত সুখভোগী
প্রিটোরিয়ান্‌দিগকে পরাভব করিল। ভিটেলিয়স্
রাজা হইলেন। ইহাঁর ন্যায় নীচ প্রকৃতিক, নিতান্ত
অবজ্ঞাস্পদ কোন ব্যক্তি আর কখন রাজাসন অপবিত্র
করেন নাই। প্রদেশ শাসনকর্ত্তারা অনেকেই ইহাঁর

বশম্বদ হইয়া থাকিতে অস্বীকার করিলেন। বিশেষতঃ জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা ভেস্পেসিয়ন্ আপন পুত্র টাইটসের প্রতি য়িহুদীদিগের সহিত যুদ্ধের ভারার্পণ করিয়া রোমের অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য প্রদেশ শাসন কর্ত্তৃগণ ভেস্পেসিয়নের সহকারিতা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার এক জন মুখ্য সেনাপতি ভিটেলিয়সের সেনা সমূহকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভব প্রদান করিলেন। ভেস্পেসিয়ন্ রাজা হইয়া অতি উত্তমরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় গুণপক্ষপাতী ছিলেন। গুণবান ব্যক্তি মাত্রকেই সমাদর করিয়া সেনেটর পদাভিষিক্ত করিতেন; তাঁহারা প্রকৃত রোমীয় হউন বা না হউন তাহা বিচার করিতেন না। পূর্ব্বে দুষ্ট রাজারা চর রাখিয়া লোকের রহস্যানুসন্ধান করত জনগণকে বিবিধ প্রকারে পীড়া দিতেন। ভেস্পেসিয়ন্ একেবারে, সকল চরকেই রাজকার্য্য হইতে দূরীভূত করিলেন। খৃষ্টান এবং ভাক্ত দার্শনিক পণ্ডিত উভয় প্রকার লোকের প্রতিই তাঁহার দৃঢ়তর বিদ্বেষ ছিল। ইহাঁর সময়ে টাসিটস্ নামা সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা প্রাদুর্ভূত হন। টাসিটসের পূর্ব্বগত পুরাবিদগণ কেবল সুপ্রণালী ক্রমে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণিত করাকেই আপনাদিগের রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নিশ্চয় করিয়াছিলেন। টাসিটসের গ্রন্থে পুরাবৃত্ত যে

করিয়া ডোমিসিয়ান্ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী রাজার বিবরণ উল্লিখিত হইল ইহাঁরা রোমীয় পুরাবৃত্তে দ্বাদশ সীজর নামে বিখ্যাত। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথম দুই জন আর ভেস্পোসিয়ন্ এবং টাইটস্, সর্ব্বশুদ্ধ এই চারিজন ব্যতিরেকে অপর সকলেই অতি পাপাত্মা এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিল। ইহারা না করিয়াছিল এমত দুষ্কর্ম্মই নাই। দুষ্টলোক, নিরঙ্কুশ একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে কত দূর পর্য্যন্ত অনিষ্টকারী হইতে পারে, ইহারা তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াগিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে কয়েকটী সম্রাটের বিবরণ লিখিত হইবে তাঁহারা সাধুশীল বলিয়া পুরাবৃত্তে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আবার ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সাধুশীল ব্যক্তিরা একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হইলে পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন। ডোমিসিয়ানের মৃত্যুর পর নর্ব্বা নামক এক জন সুধার্ম্মিক সেনেটর সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইনি প্রজার হিতচেষ্টায় যথাসাধ্য যত্ন করিয়া পরিশেষে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষম হওয়াতে ট্রেজান্ নামক একজন স্পেইন্ জাত সুসাধু সক্ষম ব্যক্তিকে আপনার সহকারিতায় নিযুক্ত করেন। অত্যল্প কাল পরেই নর্ব্বা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন ট্রেজান্ রোম সাম্রাজ্যের

অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া এমত বিচক্ষণতা সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই একমত হইয়া তাঁহাকে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই মহিমা-সূচক উপাধি প্রদান করিল। ট্রেজান্, বিদ্বান লোকের সমধিক গৌরব করিতেন। ইতিহাসবেত্তা টাসিটস্, মহামহোপাধ্যায় প্লিনি ও জীবনচরিত রচয়িতা প্লুটার্ক ইহাঁরা ট্রেজানের বন্ধু ছিলেন। ট্রেজান্ বালক বালিকা কুলের বিদ্যাশিক্ষার্থে অনেকানেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন, বিজয় স্তম্ভ এবং বিজয় তোরণ সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া নগর সুশোভিত করেনএবং বিবিধ পুস্তকাগার সংস্থাপিত করিয়া লোকের বিদ্যোন্নতির সদুপায় করিয়া দেন। ডোমিসিয়ান্, ডেনিউব্ নদীর উত্তর পারবর্ত্তী ডেসীয় জাতির নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বর্ষে২ কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ট্রেজান্ তাদৃশ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সসৈন্যে ঐ অসভ্য জাতির বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ডেনিউব নদীর উপর একটী প্রস্তরময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হওত ডেসীয়-দিগকে সম্যকরূপেই পরাভব প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর পার্থীয় জাতীয়েরা পূর্ব্বদিকে উপদ্রব করাতে ট্রেজান্ তাহাদিগের প্রতি যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে টাইগ্রীস্ নদীর তীর

পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ রোমীয়দিগের অধিকৃত হইল। ট্রেজানের পত্নী প্লটিনা এবং ভগিনী মার্সিয়ানার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া রোমের কামিনীগণ পুনর্ব্বার সৎপথাবলম্বিনী হইতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশের উপকার সাধন করিয়া মহাত্মা ট্রজান্ দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র হাড্রিয়ান্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া রোমে আগমন করিলেন। জুলিয়স্ সীজরে এবং অগষ্টসে যেরূপ চরিত্রের ভেদ ছিল, ট্রেজানে এবং হাড্রিয়ানেও সেইরূপ ভেদ লক্ষিত হয়। ট্রেজান্ যুদ্ধবীর ছিলেন—তিনি রাজ্য বিস্তৃত করিয়া যান, হাড্রিয়ান যুদ্ধাদি করা বড় ভাল বাসিতেন না; তিনি ট্রেজানের বিজিত কোন২ দেশ পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগকে দৃঢ়ীভুত করিবার যত্ন করেন। ইনি সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশেই পাদচারে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন এবং যেখানে গমন করিতেন যাহাতে জনসাধারণের বিশিষ্ট উপকার দর্শে এমত কীর্ত্তিচয় সংস্থাপিত করিতেন। ইনি বৃটন দ্বীপে গিয়া উত্তরাঞ্চল নিবাসী স্কটদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ যে সুবিস্তৃত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া যান, স্কটলণ্ডের মধ্যভাগে স্থানে২ অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হাড্রিয়ানের সময়ে দুর্বৃত্ত

ইহুদীরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাতে হাড্রিয়ান্ উহাদিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করেন এবং ইহুদী জাতিকে একেবারে বিবাসিত করিয়া আপনার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিকীর্ণ করিয়া দেন। সেই অবধি ইহুদী গণ স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া কবে তাহাদিগের অবতার ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাহাদিগকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লইয়া সংস্থাপিত করিবেন,পুরুষানুক্রমে ইহাই প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে। হাড্রিয়ানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র আন্টোনাইনস্ রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন। ইনি হাড্রিয়ানের শেষদশাকৃত দুষ্কর্ম্ম সমস্তের দোষ সংশোধন করিবার বিশিষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ইহাঁকে পাইয়স্ অর্থাৎ পিতৃভক্ত এই উপাধি প্রদান করে। পাইয়স্ প্রজা সকলকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিয়াছিলেন এবং বিশিষ্ট যত্ন করিয়া সাম্রাজ্য মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। রোমে জেনস্ দেবের যে মন্দির ছিল তাহার দ্বার যুদ্ধকালে উন্মুক্ত এবং সন্ধির সময়ে রুদ্ধ থাকিত। রোমের প্রারম্ভাবধি সেই দ্বার একবার নুমার সময়ে, দ্বিতীয়বার অগস্টসের সময়ে আর তৃতীয়বার এই পাইয়সের সময়ে রুদ্ধ হইয়াছিল। পাইয়সের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পোষ্যপুত্র মার্কস্-অরেলিয়স্-আন্টোনাইনস্ রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরো-

হণ করিলেন। প্রাচীনকালে ধর্ম্মের আধিক্য ছিল কি এক্ষণে ধর্ম্মের আধিক্য হইয়াছে, এই তর্কের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে যদিও আণ্টোনাইনস্ ও আর দুই এক ব্যক্তি সাধুশীলতার একশেষ করিয়া গিয়াছেন বটে, আর যদিও তাদৃশ ব্যক্তি কেহ ইদানীন্তন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যেমন বিদ্যার চর্চ্চা সর্ব্বসাধারণ প্রচলিত হইয়াছে, তেমনি সাধারণতঃ ধর্ম্মকার্য্যেরও আধিক্য হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তার এই সিদ্ধান্ত পাঠ করিলেই আণ্টোনাইনস্ যে কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে। তিনি আপন বিশাল সাম্রাজ্যকে নিজ গৃহ স্বরূপ বোধ করিতেন—তত্রত্য যাবতীয় মনুজগণ তাঁহার নিজ পরিবার স্বরূপ স্নেহপাত্র ছিল। সকল ব্যক্তিরই দুঃখে তিনি সমদুঃখিতা প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃ যদি তাঁহার ন্যায় ভুপালগণ সর্ব্বত্র একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হন তবে কোন শাসন প্রণালীই তাঁহাদিগের শাসনের অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় হইতে পারে না। আণ্টোনাইনস্ স্বয়ং একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'স্বচিন্তা' ইত্যভিধেয় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপাঠে তাঁহার

প্রতি সকলেরই অন্তঃকরণে অতি প্রগাঢ় ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়। আন্টোনাইনস্, ষ্টোইক্ মতাবলম্বী ছিলেন। ষ্টোইকদিগের মত গ্রীক্ পণ্ডিত জিনো কর্ত্তৃক প্রণীত। জিনোর মতে পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ ইত্যাদির কোন প্রকৃত বিভিন্নতা নাই। দুঃখ হইলে কাতরতা প্রকাশ করাই পাপ। আর সুখ হইলে আনন্দিত হওয়াই অধর্ম্ম। সকল অবস্থাতেই নির্ব্বিকৃত চিত্ত থাকা ধর্ম্মের এক মাত্র লক্ষণ। সুখের চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য, দুঃখনিবারণের যত্ন করাও অনুচিত। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন সকলই আমাদিগের ভালর নিমিত্ত, এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া ক্রমশঃ শান্তি পাইবার চেষ্টা করাই জ্ঞানীর কর্ম্ম। আন্টোনাইনস্ এই ষ্টোইক্ মত পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে সমুদায় ইন্দ্রিয় সুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার প্রতি পরুষ ব্যবহার করিয়াও অন্যান্য সকলের প্রতি নিজ নৈসর্গিক কোমলতা প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, আন্টোনাইনসের চরিত্র পাঠে এই একটী শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অতি মন্দ সময়েও, দেশের অবস্থা অতি অপকৃষ্ট হইলেও, আচার ব্যবহার অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়া গেলেও, আর একাধিপত্য রূপ অতি দোষাবহ উন্নত পদাভিষিক্ত হইলেও, সাধু ব্যক্তিগণ স্ব স্ব চেষ্টায় ধর্ম্মশীল, সদা-

চার, সানুশীল এবং পরহিতৈষী হইতে পারেন। পাইয়সের সময়ে বহুকাল যুদ্ধ বিরাম থাকাতে রোমীয় সৈন্যগণ হীনশিক্ষা এবং হীন সাহস হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রোমের শত্রুগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া একেবারে সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক আক্রমণ করে। আণ্টোনাইনস্ জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন বলিয়া যে, কর্ম্মে অনিপুণ ছিলেন এমত নহে। তিনি যুদ্ধ করিয়া সকল শত্রু নিবারণ করিলেন—বিদ্রোহী দলকে দমন করিলেন—নিজ সৈন্যগণকে সুশিক্ষা-সম্পন্ন করিলেন—এবং সমুদায় সাম্রাজ্যকে উপশান্ত করিয়া ১৮০ পর খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করিলেন।

—***—

নবম অধ্যায়।

[কমোডস—পর্টিনাক্স—জুলিয়ানস্—সিবিরস্—কারাকাল্ল—মক্রাইনস—ইলাগাবালস্—আলেকজাণ্ডর সিবিরস—মাক্সিমিন্—মাক্সাইমস্, বালবাইনস্, গর্ডিয়ান—ফিলিপ—ডিসিয়স—গালস—এমেলিয়ানস্—ভালেরিয়ান—গালিএনস্—ত্রিংশদ্দুরাচারের অধিকার—ক্লডিয়স—অরেলিয়ান—জিনেবিয়া—টাসিটস্—ফ্লোরিয়ান্—প্রোবস্—কারস্—নুমিরিয়নস্—কেরিনস্—ডাইওক্লিসিয়ান্।]

যেমন প্রাণি-দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, সাম্যাবস্থা, হ্রাস এবং বিনাশ হয়, তেমনি জাতি এবং জনপদেরও ক্রমশঃ ঐসকল অবস্থা হইয়া থাকে। রোমীয়দিগের বৃদ্ধিকাল সীজরের সময় পর্য্যন্ত—সাম্যাবস্থা অগষ্টস্ হইতে আণ্টোনাইনসের কাল

পর্য্যন্ত—ইহার পর হ্রাসের সময় উপস্থিত হইল। হ্রাসের দশা অতি দুঃখের দশা। তৎকালের ইতিবৃত্ত পাঠে কোন ক্রমেই সুখোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। আন্টোনাইনসের অযোগ্য সন্তান কমোডস্ পিতৃসিংহাসনারোহণ করিয়া রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। রোমে মল্লক্রীড়ার অত্যন্ত সমাদর ছিল। সম্রাট্ সর্ব্বজন সমক্ষে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরাক্রান্ত মল্লগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতেন এবং কখনং হিংস্র জন্তুদিগকে স্বহস্তে বধ করিতেন; কিন্তু সাম্রাজ্যের কোন শত্রু উপস্থিত হইলে যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। একদা তিনি কতক গুলি লোকের প্রাণ বধকরিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের নাম সম্বলিত একখানি নিদর্শন পত্রী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার উপপত্নীরও নামছিল। সে তদ্দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অনুচরবর্গের দ্বারা সম্রাটের প্রাণ বধ করিল।

কমোডসের মৃত্যু হওয়াতে নাগরিক সকলেই তুষ্ট হইল এবং পর্টিনাক্স নামক একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিল। পর্টিনাক্স রাজপদ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেননা। কিন্তু বন্ধুবর্গের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সেনাগণ অচির-

কাল মধ্যেই তাঁহাকে নষ্ট করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিল যে, যেব্যক্তি তাহাদিগকে অধিক ধন দিয়া তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহারা সেই ব্যক্তিকেই সাম্রাজ্য প্রদান করিবে। জুলিয়ানস্ নামক অতি নীচ প্রকৃতিক কিন্তু বিপুল বিভবশালী একব্যক্তি অর্থদান দ্বারা তাহাদিগের স্থানে সাম্রাজ্য ক্রয় করিল। কিন্তু নাগরিকেরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। আর সিরিয়া দেশীয় সৈন্যগণ আপনাদিগের নায়ক নাইজরকে আর ইলিরিয়ার সেনা সমূহ সিবিরস্ নামক এক ব্যক্তিকে সম্রাট বলিয়া প্রচারিত করিল। সিবিরস্ শীঘ্র ইটালী আক্রমণ করিয়া জুলিয়ানস্কে নষ্ট করিলেন এবং প্রিটোরিয়ান সেনাগণের গর্ব্বচূর্ণ করিয়া নাইজরের বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। নাইজরের সহিত তিনটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শেষে সিবিরস্ জয়ী হইলেন। তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিয়া শাসনের রীতি পরিবর্ত্তন করিলেন। সেনেটরদিগের যে যৎকিঞ্চিৎ রাজশক্তি ছিল আর তাহাও রাখিলেন না এবং প্লেপিনিয়ান্ আর অল্পিয়ান্ নামক দুই জন প্রসিদ্ধ রাজনিয়মজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় ব্যবস্থা প্রণালীও সংশোধিত করিলেন। ইনি বৃটন দ্বীপে গিয়া কালিডোনীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করেন এবং প্রত্যাগমন কালীন ইয়র্ক নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সিবিরসের কারাকাল্লা এবং গীটা

নামে দুই পুত্র ছিল। কারাকাল্লা আপন মাতৃ-ক্রোড়ে ভ্রাতৃ বধ করিয়া স্বয়ং সমুদয় সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। ইনি অতি দুরাত্মা ছিলেন, কেবল আপনার সুখের দিকেই দৃষ্টি করিতেন, প্রজা-বর্গের দশা যে, কি হইতেছে তাহা স্বপ্নেও একবার ভাবিতেন না। কিন্তু ইহাঁর একটী কীর্ত্তি অদ্যাপি সকলের স্মরণীয় হইয়া আছে। ইনি সাম্রাজ্যের প্রজা মাত্রকেই প্রকৃত রোমীয়দিগের তুল্য ক্ষমতা প্রদান করিয়া যান। এখন সেই ক্ষমতায় বাস্তবিক কাহার কোন উপকার দর্শিত না বটে, কিন্তু তথাপি এক রাজ্যের প্রজার মধ্যে কেহ জাতিগুণে মান্য আর কেহ বা জাতি দোষে অমান্য থাকে, ইহা উচিত নহে। কারাকল্লার এই কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া ইহাই প্রতীত হয় যে, সাম্রাজ্যের দূরস্থিত বিজিত প্রদেশ অথবা উপনিবেশ-বাসি প্রজাগণ, একাধিপতি রা-জার যত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারে, রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রাণালী বলবৎ থাকিলে তাহারা কখনই তেমনঅনুগৃহীত হয় না। একাধিপতি রাজারা আপনাদিগের নিকটবর্ত্তী প্রজার উৎপীড়ন করেন, দূরের প্রজাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের ভয় থাকে না—সুতরাং তাহাদের অপকারও করেন না। কিন্তু যেখানে প্রজা প্রবল সেখানে শাসন কর্ত্তৃগণ দূরস্থিত প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়া রাজধানীর

প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কারাকাল্লা আপন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মেক্রাইনস্ মরিটানিয়া প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীচ লোকের সম্মান বৃদ্ধি করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিল। সৈন্যগণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ইলাগাবালস্ নামা এক ব্যক্তিকে রাজ্য ভার অর্পণ করিল। ইলাগাবালস্ যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অকর্ম্মণ্য, এবং তেমনি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে আপন মাতামহী প্রভৃতি কতিপয় বৃদ্ধাকে মিলিত করিয়া একটী স্ত্রী-সেনেট্ সংস্থাপিত করেন! সৈন্যেরা ইলাগাবালসের প্রাণ বধ করিয়া আলেকজাণ্ডর সিবিরস নামক কোন সুশীল এক ব্যক্তিকে রাজ্য ভার সমর্পণ করে। এই সময়ে অর্থাৎ ২২৬ পুঃ খৃষ্টাব্দে আর্ডিসির নামক এক জন পারসীক স্বজাতীয়দিগকে উৎসাহিত করিয়া পার্থীয় রাজাদিগের রাজ্য নষ্ট করেন এবং সাসিনীয় বংশ সংস্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার পারস্য রাজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত যত্নবান হন। রোম সম্রাটের সাহিত আর্ডিসিরের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে পারস্য সাম্রাজ্য তৎকালে রোমের দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। সৈন্যগণ আলেকজাণ্ডর সিবিরসের প্রাণ বধ করিয়া

ম্যাক্‌সিমিন্‌ নামক ভীম পরাক্রম মহা অসভ্য থ্রেশ দেশ জাত এক ব্যক্তিকেই রাজা ভার প্রদান করে। আফ্রিকাস্থিত সৈন্যগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া গর্ডিয়ান্‌ নামক আর এক ব্যক্তিকে সম্রাট পদ প্রাদান করে। কিন্তু গর্ডিয়ান্‌ অতি শীঘ্রই যুদ্ধে পরাভূত এবং নিহত হন। তখন রোমের সেনেটরেরা মাক্‌সাইমস্‌ এবং বালবাইনস্‌ নামক দুই ব্যক্তিকে সাম্রাজ্য সমর্পণ করিলেন এবং উহাঁরা পূর্ব্বোক্ত গর্ডিয়ানের পৌত্র কনিষ্ঠ গর্ডিয়ানকে আপনাদিগের সহকারী করিয়া লইলেন। মাক্‌সিমিনের সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সেনারা ইহার অল্পকাল পরে মাক্‌সাইমস্‌ এবং বাল্‌বাইনসের প্রাণ বধ করিয়া তাঁহাদিগের সহকারী গর্ডিয়ানকে সাম্রাজ্যের ঐকাধিপত্য প্রদান করিল। গর্ডিয়ান পারস্যের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় ফিলিপ্‌ নামক এক জন আরবীয় লোক তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিয়া আপনি সম্রাট হইলেন। ফিলিপের সময়ে রোমের আয়ুঃ সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে তিনি ২৪৯ পঃ খৃষ্টাব্দে মহা সমারোহ করেন। কিন্তু সহস্র করিয়াও তিনি সকল লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেন না। তিনি ডিসিয়স্‌ নামক এক জন সেনাপতির সহিত

যুদ্ধে নিহত হইলেন। ডিসিয়স রাজা হইয়াই দেখিলেন যে, গথ জাতীয়েরা ডেনুবনদী পার হইয়া থ্রেসে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি উহাদিগকে পুনঃ২ পরাভূত করিলেন। কিন্তু পরিশেষে আপন সেনাপতি গালসের শঠতায় স্বয়ং সপুত্র নিহত হইলেন। গালস্ রাজা হইলে রোম সাম্রাজ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি এমেলিয়ানস্, গথ জাতীয়দিগকে পরাজয় করিয়া আপনি রাজপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই আপন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক হত হইলেন। ইহার পর ভালেরিয়ান্ নামক এক জন সুবোধ ব্যক্তি রাজা হইয়া রাজকার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার নিমিত্ত বিশিষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পারস্য রাজা সেপরের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি নিহত হন। কথিত আছে, তিনি সেপর কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমান গ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেপর ভালেরিয়ানের পৃষ্ঠ দেশে পদার্পণ করিয়া আপন বাজি পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন; অশ্বাবতরণ কালেও রোম সাম্রাটের উপর তাঁহার পদার্পণ হইত। ভালেরিয়ানের পর তাঁহার পুত্র গেলিয়েনস্ রাজা হইয়া কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত মন্দলোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার একেলার যত্নে কি হইবে? সুবিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বন্ধন

সকল শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল। ডেনিউব নদীর উত্তর হইতে গথেরা, রাইন নদীর পূর্ব্ব হইতে ফ্রাঙ্কেরা, ইউফ্রেটিসের পূর্ব্বপার হইতে পরাক্রান্ত পারসিকেরা নিরন্তর উহার প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। আর প্রতি প্রদেশেই তত্রত্য সৈন্যগণ যে যাহাকে ইচ্ছা সম্রাট পদবী প্রদান করিতেছিল; সুতরাং সমুদয় সাম্রাজ্যটী একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এসময়ে অন্যূন বিংশতি ব্যক্তি একেবারে সম্রাট পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই সময় ত্রিংশদ্দুরাচারের রাজ্যকাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সময়ে ত্রিংশদ্ব্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করেন নাই। এথেন্স নগরে একবার ত্রিংশদ্ব্যক্তির শাসন সংস্থাপিত হইয়াছিল সেই নামের অনুকরণেই পুরাবিদগণ এই সময়ের উক্ত রূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, এই গোল মালের পর ক্লডিয়স্ নামক একব্যক্তি ক্রমে২ আপন প্রতিযোগিগণকে দমন করিয়া বিপক্ষ গথ্, আলেমান্, ভাণ্ডাল, বরগণ্ডীয়, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়দিগকে পুনঃ২ পরাভব করিয়া পুনর্ব্বার রোমসাম্রাজ্যকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী অরেলিয়নের দ্বারা ঐ কর্ম্ম আরও সুসিদ্ধ হইল। সিরিয়া দেশের মরুভূমির মধ্য ভাগে একটী উর্ব্বর ক্ষেত্র আছে। পালমাইরা নগর সেই

ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিত। অডেনাথস্‌ নামক একব্যক্তি ঐ নগরে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর জিনোবিয়ানাম্নী তাঁহার পত্নী রোমীয় ও পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। লঙ্গাইনস্‌ নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি জিনোবিয়ার একজন সভাসদ ও অমাত্য ছিলেন। অরেলিয়ান্‌ বহু যুদ্ধের পর জিনোবিয়াকে পরাভূত করিয়া রোমে লইয়া যান এবং তথায় মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক বিজয় সমারোহ প্রকাশ করেন। অরেলিয়নের পূর্ব্বে কোন সম্রাট্‌ রাজমুকুট ধারণ করেন নাই। ইনি তাহা ধারণ করাতে রোমীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! তখন রোমীয়দিগের স্বাধীনতার নাম মাত্রও ছিলনা, তথাপি যিনি তাহাদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন তিনি রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করাতে উহারা মনেং দুঃখিত হইল। মনুষ্যেরা চিরকালই বাহ্য দর্শনে ভুলিয়া থাকে, ফলে স্বাধীনতা থাকুক বা নাথাকুক উহার নামটা থাকিলেই যথেষ্ট হয়। অরেলিয়ন্‌কে তাঁহার ভৃত্যেরা নষ্ট করে। তাঁহার মৃত্যুর পর টাসিটস্‌ নামা একব্যক্তি রাজা হইলেন। ইনি পারসিকদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া ককেসস্‌ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু বৃদ্ধবয়সে তাদৃশ পরিশ্রম সহ্য না

হওয়াতে তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা ক্লোরিয়ান্ সিংহাসনারোহণ করিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা তাঁহাকে নষ্ট করিয়া প্রোবস্ নামক অতি সচ্চরিত্র এবং ক্ষমতাবান এক ব্যক্তিকে রাজ্য ভারার্পণ করিল। প্রোবস্ ফ্রান্স, জর্ম্মন, ভাণ্ডাল, বর্গণ্ডীয়, সার্মেসীয়, জিটী, সুইভি, গথ এবং নিউবীয় প্রভৃতি লোক সকলকে পুনঃ২ পরাভব প্রদান করিয়া রোমসাম্রাজ্যকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত করিলেন। পারস্য সম্রাট্ নার্সেস্‌কে ভয় প্রদর্শন করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করাইলেন এবং সমুদয় সাম্রাজ্য উপশান্ত হইলে সৈন্যগণের দ্বারা নানা প্রকার হিতকর ব্যাপার সাধন করাইতে লাগিলেন। প্রোবসের সেনাগণ ভগ্ন দেবমন্দির সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিতে লাগিল—বদ্ধ জলাশয় সকল হইতে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল—অতি প্রশস্ত২ রাজবর্ত্ম সমুদয় প্রস্তুত করিতে লাগিল—কিন্তু তাহারা অতি শীঘ্রই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং পরিশেষে অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া আপনাদিগের উৎকৃষ্ট মহীপতির প্রাণ বধ করিল। কথিত আছে, প্রোবস্‌ই রাইন্ নদীর তীরে এবং হঙ্গেরি প্রদেশে উত্তম দ্রাক্ষা ফলের কৃষি প্রথম আরম্ভ করিয়া যান। ঐ সকল দেশে এক্ষণে অতি উত্তম দ্রাক্ষা সকল জন্মে। প্রোবস্‌কে নষ্ট করিয়া সৈন্যেরা কারস্ নামক

একজন যুদ্ধবীরকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করে। কা-রস পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎপাত দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় নুমিরিয়ানস্ এবং কেরিনস্ অত্যল্প কালের নিমিত্ত সম্রাট্ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্রই নিহতহন এবং ডাইওক্লিসিয়ান্ অভিধেয় একব্যক্তি ২৮৫ পঃ খৃষ্টাব্দে রাজাসন প্রাপ্ত হন।

—***—

দশম অধ্যায়।

[ডাইওক্লিসিয়ান—অগষ্টস্দ্বয় এবং সাজরদ্বয়ের মিলিত রাজ্য—কনষ্টান্টাইন্—কনষ্টান্স্যস্—জুলিয়ান—জোভিয়ান—ভালেন্টিনিয়ান—গ্রেসিয়ান—থিওডোস্যস্।]

ডাইওক্লিসিয়ান ডাল্মেসিয়া প্রদেশে অতি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি অল্প বয়সেই সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার নিরালস্য, সুবুদ্ধি এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতাগুণে ক্রমে২ উন্নত পদ হইয়া পরিশেষে সম্রাট পদবী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সম্রাট্ হইয়াই প্রথমে প্রিটোরিয়ান্ সেনা-গণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন। পরে মাক্সি-মিলিয়ান্ নামক একজন বিচক্ষণ সৈনিক পুরুষকে নিজ সহকারিতায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মিলান

নগরে অবস্থাপিত করিলেন এবং আপনি এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত নাইকোমিডিয়া নামক নগরে গিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। আবার কিছু কাল পরে দুই জনেও তাদৃশ বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া ডাইক্লিসিয়ান্ গেলেরিয়স্ এবং কনষ্টান্সস্ ক্লোরস্ নামক আর দুই ব্যক্তিকে আপনাদিগের সহকারিত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই চারিজনের মধ্যে প্রধান দুই জনেরউপাধি অগষ্টস্ এবং অপ্রধান দুইজনের উপাধি সীজর হইল। উইওক্লিসিয়ানের নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে এসিয়া মাইনর রহিল। তাঁহার সহকারী গেলেরিয়স্,ডেনিউব নদীর তীরবর্ত্তী সমুদয় দেশ এবং থ্রেশ প্রদেশের শাসন করিতে লাগিলেন। আর ইটালী এবং আফ্রিকা মাক্সিমিলিয়ানের অধিকার হইল। তাঁহার সহকারী কনষ্টান্সস্, ব্রিটেন্, গল, স্পেইন্, এবং মরিটেনিয়ার শাসনের ভার প্রাপ্ত হইলেন। রাজশক্তি এই রূপে বিভক্ত হইল বটে কিন্তু ডাইওক্লিসিয়ানের হস্তে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ভার থাকায় সাম্রাজ্যটী তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল না। তিনি নাইকোমিডিয়া নগরে রাজধানী সংস্থাপন করত এসিয়া খণ্ডের ভূপালবর্গের চিরপ্রচলিত রীতির অনুগামী হইয়া অতি বহ্বাড়ম্বর পূর্ব্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন। ৩০৩ পঃ খৃষ্টাব্দে চারিজন অধিরাজ একদা রোমে মিলিত

হইয়া কিপ্রকারে দিন২ বর্দ্ধমান খৃষ্ট ধর্ম্মের সমূলে সংহার করিবেন ইহার পরামর্শ করিলেন। পরে তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে যাবতীয় গির্জা ঘর বিনষ্ট হইতে লাগিল—খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম-পুস্তক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—এবং খৃষ্টান যাজকগণেরা বিবাসিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উৎপীড়ন দ্বারা কথনই কোন নূতন ধর্ম্ম প্রণালীকে বিনষ্ট করা যায় না। নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বধর্ম্মের প্রতি অতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে, সুতরাং সেই ধর্ম্মের জন্য ইহলোকে যত ক্লেশ পাওয়া যাইবে পরকালে ততই শুভ হইবে, এমত বিশ্বাস হয়। যাহাহউক ডাইওক্লিসিয়ান যে কোন প্রকারে রোমসাম্রাজ্য দৃঢ় হয় এই জন্যই ঐ সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে ৩০৫ পঃ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছাতঃনিজ অধি-রাজ শক্তি পরিত্যাগ করিলেন এবং সহকারী মাক্সিমিলিয়ান্‌কেও তাঁহার রাজ্য পদ পরিত্যাগ করাইয়া নিজ জন্মভূমি ডাল্‌মেসিয়ার অন্তর্গত সা-লোনা নগরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় স্বহস্তে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করত তিনি যে সন্তোষ সুখ উপলব্ধ করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও কদাচিৎ সেই সুখের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ডাইওক্লিসিয়ান্ এবং

মাক্‌সিমিলিয়ান্‌ ইহাঁরা উভয়ে রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিলে কনষ্টান্‌সস্‌ এবং গেলেরিয়স্‌ ইহাঁরা দুই জন অগষ্টস্‌ উপাধি গ্রহণ করিলেন আর সেবিরস্‌ এবং মাক্‌সিমাইনস্‌ নামক আর দুই জন তাঁহাদিগের পূর্ব্বস্থানীয় হইয়া সীজর পদবী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কনষ্টান্টাইন নামক কনষ্টান্‌সসের পুত্র আপন পিতার বিয়োগ হইলে তাঁহার সৈন্যগণকে হস্তগত করিয়া বহু বিবাদের পর আপনি সমুদায় সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। ইনি খৃষ্ট ধর্ম্মের পক্ষ ছিলেন এবং খৃষ্টান গ্রন্থকারেরা বলেন যে, একদা নভোমণ্ডলে ক্রুশের আকার ও তদুপরি 'ইহা দ্বারাই জয়ী হইবে' এইরূপ লিপি দেখিয়াই তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। আর এক সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ জলাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইলে কতকগুলি ধার্ম্মিষ্ঠ খৃষ্টান প্রভুর নিকট জল প্রার্থনা করাতে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। এতাদৃশ অলৌকিক ব্যাপার সমুদায় যাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাঁহার অবশ্যই বিশ্বাস্য হইতে পারে, তজ্জন্য কেহ তাঁহার নিন্দা করিতে পারেন না। মনুষ্য সাধারণে আপন২ বুদ্ধিশক্তির অনুসারে কোন্‌ বিষয় বিশ্বাস্য আর কোন্‌ বিষয় অশ্রদ্ধের তাহা নিরূপণ করিবেন; কিন্তু প্রত্যক্ষই সকল বিশ্বাসের মূল এবং সর্ব্ব প্রকার প্রমাণের শিরো-

বর্ত্তী ; সুতরাং যাঁহারা অলৌকিক ব্যাপার সমুদয় প্রত্যক্ষীভূত করিতে পান তাঁহারা সামান্য বুদ্ধির অগম্য বিষয়েও অবশ্য বিশ্বাস করিতে পারেন। যাহা হউক, কনষ্টান্টাইন্‌ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের একপ্রকার গুরু বলিলেও হয়। কারণ সেই সময়ে এরিয়স্‌ নামে এক জন পণ্ডিত প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, য়িশুখৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত এক জন জ্ঞানবান মনুষ্য মাত্র। তাঁহা কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এই জন্যই তিনি গুরু বলিয়া মান্য হইতে পারেন। কিন্তু আথানাসিয়স্‌ নামা এক জন প্রধান যাজক এই বিরুদ্ধ মতের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া যাহাতে য়িশু স্বয়ং ঈশ্বরাবতার সিদ্ধ হন, এমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কনষ্টান্টাইন্‌ আথানাসিয়সের মতের পোষকতা করিয়া নীস্‌ নগরীর যাজক সভাতে তাহা একেবারে সপ্রমাণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং অদ্যাপি ঐ মতই সনাতন খৃষ্টধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইনি রোমনগরী হইতে বাইজান্‌সিয়ম নগরে আসিয়া রাজধানী সংস্থাপিত করেন। সেই অবধি ঐ নগরের নাম কনষ্টান্টিনোপল্‌ হইল। কনষ্টান্টাইন আপন পুত্রদিগকে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। অনেকানেক বিবাদের পর তাঁহার অন্যান্য পুত্র গুলি ক্রমেঃ

বিনষ্ট হইলে পরিশেষে জ্যেষ্ঠ কনষ্টানস্যস্ সমুদয় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এরিয়স্ মতাবলম্বীদিগকে নির্ভরে নিষ্পীড়ন করিতেন। ইহাঁর ভগিনীপতি জুলিয়ান্ পূর্ব্বে খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু রাজা হইয়া তিনি পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এই জন্য খৃষ্টানেরা ইহাঁকে স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। জুলিয়ান্ অনেক পড়াশুনা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ববিষয়ে জগদ্বিখ্যাত আন্টোনাইনসের অনুকরণ করিয়া চলিতেন। জুলিয়ানের অত্যন্ত চেষ্টা ছিল যে, পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যে পূর্ব্বধর্ম্ম প্রবল হয়। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। পরে পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ জোভিয়ান্ নামক একজন সেনানীকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিল। জোভিয়ান্ খৃষ্টানদিগের পক্ষ হইয়া পূর্ব্ব নরপতি জুলিয়ানের প্রচারিত কঠিন নিয়ম সকল রহিত করিয়া দিলেন। জোভিয়ানের মৃত্যু হইলে ভালেন্টিনিয়ান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন তিনি আপন ভ্রাতা ভালেন্সকে পূর্ব্বদিকের অধিকার দিয়া আপনি পশ্চিমদিকস্থ বন্যজাতীয়দিগের সহিত নিরন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিলেন। ভালেন্স এরিয়সের মতাবলম্বী

ছিলেন। তিনি অপর সকল খৃষ্টানের প্রতি অত্যাচার করিতেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মূল ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে যেমন দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মে, পরস্পর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও তাদৃশ দ্বেষভাব থাকে না। ভালেন্স অন্যান্য প্রকার খৃষ্টানের উপর যত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি তেমন নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই। ভালেন্স রাজা গথদিগের হস্তে যে প্রকারে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করেন তাহার বিবরণ এই; চীন তাতার এবং স্বাধীন তাতার নামক বিস্তৃত ভূভাগে অনেক ভয়ঙ্কর বন্যজাতীয় লোক সকল বাস করিত। মৃগয়া এবং পাশুপাল্যই ইহাদিগের জীবনোপায় ছিল। কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগেরই মধ্যে হন্ নামক এক জাতি পশ্চিম দিকে পলাইয়া যায়। তাহাতে নীপর এবং ডেনিউব নদীর মধ্যবর্ত্তী অষ্ট্রোগথ জাতীয় লোক সকল স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া আরও পশ্চিমাভিমুখে আইসে, তাহাতে ডেনিউব নদীর উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী ভিসিগথেরা পরিচালিত হয় এবং ইহারাই ভালেন্স রাজার নিকট আপনাদিগের বাসোপযুক্ত স্থান যাচ্ঞা করে। ভিসিগথেরা ডেনিউব নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং

এড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে সসৈন্যে ভালেন্স নরপতিকে বিনষ্ট করিল।

এদিকে ভালেন্টিনিয়ানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র গ্রেসিয়ান রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া জর্ম্মণ, আলেমান প্রভৃতির সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি গথদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র খুল্লতাতের সাহায্যে গমনোদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে ভালেন্সের মরণবার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে থিয়োডোস্যস্ নামা এক জন স্পেইন্ দেশ জাত বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অগষ্টস উপাধি প্রদান করিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রেরণ করিলেন। থিওডোস্যস্ অনেক যুদ্ধ করিয়া গথদিগকে পরাভূত করিলেন এবং পরিশেষে আপনি কোন অধর্ম্মাচরণ না করিয়াও সমুদায় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু এরিয়সের মতাবলম্বিগণকে এবং অবশিষ্ট পৌত্তলিকদিগকে অত্যন্ত পীড়া দিয়াছিলেন। ইনি ৩৯৫ পঃ খৃঃ অব্দে আপন রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পুত্রকে দুই দিগের রাজ্যাধিকার দিয়া যান।

—✱✱—

একাদশ অধ্যায়।

[আর্কেডিয়স্ এবং হোনোরিয়স্—আলারিক—আটিলা—তৃতীয় ভালেণ্টিনিয়ান্—রিসিমর—রমুলস্ অগষ্টুলস্—উপসংহার।]

থিওডোস্যসের জ্যেষ্ঠপুত্র আর্কেডিয়স্ পূর্ব্বরাজ্যের এবং কনিষ্ঠ হোনোরিয়স্ পশ্চিম রাজ্যের রাজা হইলেন। ইহাঁদিগের রাজ্যের বিভাগ যেরূপ হইয়াছিল তাহা সামান্যতঃ এই বলিলেই বোধ হইতে পারে যে, বিংশতি সংখ্যক পূঃ দ্রাঘিমার পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী যাবৎ জনপদ সকলই পশ্চিম রাজ্য সম্ভুক্ত ছিল। আর ঐ দ্রাঘিমারেখার পূর্ব্বদিগ্‌গত সমস্ত ভূভাগ পূর্ব্ব রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। হোনোরিয়স্ এবং আর্কেডিয়স্ উভয়েই অপ্রাপ্ত ব্যবহার ছিলেন। অতএব তাঁহাদিগের পিতা মৃত্যুকালে ষ্টিলিকো এবং রূফাইনস্ নামক দুই ব্যক্তির প্রতি দুই রাজ্যের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিয়া যান। ষ্টিলিকো অতি অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার যুদ্ধ নৈপুণ্য যেমন ছিল তিনি প্রজা পালনের রীতিও তেমনি উত্তম বুঝিতেন। তাঁহার গুণেই পশ্চিম রাজ্য কিয়ৎ কাল রক্ষা পাইয়াছিল। নচেৎ পূর্ব্বরাজের সম্রাট্ আর্কেডিয়সের প্রেরিত আলারিক নামক গথ্ জাতীয়দিগের রাজা এবং রাডাগেস্যস্ নামক অপর

একজন সেই জাতীয় মহীপাল ইহাঁরা যে বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া ইটালী প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্যমেই রোম রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যাইত। রাডাগেস্যস্, ষ্টিলিকো কর্ত্তৃক পরাভূত এবং নিহত হইলেন। আলারিক উপর্য্যুপরি চারিবার ইটালী আক্রমণ করেন। প্রথম দুই বার তিনি অধিক ক্ষতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু দুর্ব্বোধ হোনোরিয়স্ ষ্টিলিকোর প্রাণবধ করিলে পর আলারিক পুনর্ব্বার আসিয়া তিন বার রোম নগর অধিকার করেন। তৃতীয় বারে তাঁহার সৈন্যগণ রোম নগর বিলুণ্ঠিত ও স্থানে২ অগ্নিদান দ্বারা ইহার কিয়দংশ ভস্মসাৎ করে। হনোরিয়সের মৃত্যু হইলে তৃতীয় ভালেন্টিনিয়ান এবং আর্কে-ডিয়সের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় থিওডোস্যস্ আপনা-পন রাজ্যে রাজা হইলেন। তৃতীয় ভালেন্টিনিয়ান্ হোনোরিয়সের ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার মাতা প্লাসিডিয়া স্বয়ং নিজ পুত্রের নামে সমুদয় রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্লাসিডিয়ার সেনা-পতি ইস্যাস দুষ্ট বুদ্ধি ছিলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত অক্ষম ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি আফ্রিক প্রদেশের শাসন কর্ত্তা বোনিফেস্যসের প্রতি আপন স্বামিনীর সন্দেহ জন্মাইয়াদিলে বোনিফে-স্যস বিরক্ত এবং ভীত হইয়া ভাণ্ডাল নামক অসভ্য

জাতিকে আহ্বান করেন। ভাণ্ডাল রাজ জেন্সেরিক তৎক্ষণাৎ স্পেইন্ হইতে গিয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন। তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও বোনিফেস্যাস আর তাঁহাকে প্রতিগমনে সম্মত করিতে পারিলেন না।

হন্ নামক যে মোগলীয় জাতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা ক্রমেং পশ্চিমাভিমুখে আগমন করত হঙ্গরী প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা আপনাদিগের রাজা আটিলা কর্ত্তৃক-পরিচালিত হইয়া পশ্চিম রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। আটিলা অতি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিলেন। প্রাণিবধে, নগর প্রধ্বস্ত করণে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রাদি দগ্ধ করায় তাঁহার বিশিষ্ট আমোদ ছিল। বস্তুতঃ তাঁহাকে সংহারমূর্ত্তি রুদ্রদেবের অবতারবিশেষ বলিয়া বর্ণন করিলেও করা যায়। লোকে বলিত, যে দেশের ভূমি আটিলার অশ্বের পদাঘাতে ক্ষুণ্ন হয় তথায় শস্যাদি কিছুই জন্মিতে পারে না। ঐ ব্যক্তি বিকটদর্শন হন, জিপাইডি, হরুলী, সুইবী প্রভৃতি বিবিধ অসভ্য জাতীয় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যবহারে করিয়া যেমন কোন ঝঞ্ঝাবায়ু গমন করিলে সন্মুখস্থিত গৃহ অট্টালিকা বৃক্ষাদি সমুদয় বিনষ্ট করিয়া যায়, সেইরূপ গল প্রদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। তথায় ইস্যাস্ এবং ভিসিগথ্দিগের রাজা থিওডো-

রিক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। থিওডোরিকের সাহস এবং ইস্যাসের কৌশল দুই মিলিত হওয়াতে আটিলা পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। এই যুদ্ধকে কালন্সের যুদ্ধ বলে।

কিন্তু আটিলা পর বর্ষেই আবার ইটালী আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে অনেক লোক পলায়ন করিয়া আড্রিয়াটিক্ সাগরের কতিপয় দ্বীপে গিয়া বাস করে। তাহাতেই বর্ত্তমান বিনিস্ নগরের প্রথম সূত্রপাত হয়। রোমসম্রাট তৃতীয় ভালেন্টিনিয়ান আটিলাকে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া প্রতিগমনে সম্মত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সম্রাট স্বহস্তে আপন সুযোগ্য সেনাপতি ইস্যাসের প্রাণ বধ করেন। কিন্তু অত্যল্প দিবসের মধ্যেই বালেন্টিনিয়ান্ স্বয়ং হত হইলেন এবং মার্সিয়ানস্ নামক এক ব্যক্তি রাজা হইয়া পূর্ব্বগত সম্রাটের পত্নী যুডোক্সিয়াকে বিবাহ করিলেন। কথিত আছে, যুডোক্সিয়া ভাণ্ডাল রাজ জেন্সেরিককে ইটালীতে আহ্বান করেন। তিনি অনেক রণতরীযোগে রোমে উপস্থিত হইয়া সেই নগর লুণ্ঠন ও মার্সিয়ানসের প্রাণ বধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে রিসিমর নামক একজন সেনানী অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া স্বেচ্ছাতঃ একে২ বহু ব্যক্তিকে রাজাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মেজোরিয়ান্ নামে এক জন

রাজা সমধিক ক্ষমতাশালী হইয়া আফ্রিকা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে অন্থিমিয়ম নামে আর একজন রাজা পূর্ব্বরাজ্যের সম্রাট্ লিয়োর সহায়তায় কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়াছিলেন। কিন্তু রিসিমরের সহিত বিবাদ করিয়া তিনিও বিনষ্ট হন। ইহার পর রিসিমরের মৃত্যু হয়। তাহার কিয়ৎ কাল পরে রমুলস্ অগস্টুলস্ নামে একটী অল্প বয়স্ক অক্ষম ব্যক্তি নিজ পিতা অরেষ্টিস্ কর্ত্তৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে অসভ্য জাতীয় সেনাগণ তাঁহার স্থানে আপনাদিগের প্রার্থনানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত না হওয়াতে ওডোয়াসর নামক স্বজাতীয় একব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করিল। রমুলস্ অগস্টুলস্ তাঁহার ভৃতিভুক হইয়া স্বেচ্ছাতঃ রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপার ৪৭৬ পঃ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয় এবং এই অবধি রোমীয় পশ্চিম সাম্রাজ্যের শেষ হইল।

এই অধ্যায়ে যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইল তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে যে, রোম সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রাচীন রীতি নীতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দেখিতে২ সমুদয় দেশের ধর্ম্মপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে যে দেশে যে জাতীয় লোক বাস করিত ক্রমে তাহারাও

নষ্ট হইয়া নূতন২ জাতি সকল তথায় বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেখানে যে ভাষা প্রচলিত ছিল এক্ষণে আর সে ভাষা নাই; শাসন প্রণালী যেরূপ ছিল আর তাহা নাই; সকলই ভিন্ন রূপ হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য ইহার পরসময়াবধি যে ইতিবৃত্ত লিখিত হয় তাহা নব্য বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য। কিন্তু ইতিবৃত্তের উত্তর খণ্ড যদিও পূর্ব্ব খণ্ড হইতে অনেকানেক বিষয়ে ভিন্ন বটে তথাপি পূর্ব্ব খণ্ডের সহিত উহার বিলক্ষণ সংযোগ আছে। তাহার কারণ এই যে, অসভ্য জাতীয়গণ কোন অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের দেশে বাস করিলে অবশ্যই সেই বিজিত সভ্যলোকের রীতি নীতির অনুকরণ করিয়া থাকে,কোন স্থলেই এই ঐতিহাসিক নিয়মের অন্যথাভাব হইতে পারে না। সুতরাং রোমসাম্রাজ্য অসভ্য লোকের অধিকৃত হইলেও উহার সভ্যতা তাহাদিগের গ্রাহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ ইউরোপখণ্ড এক্ষণে যে অবস্থাপন্ন হইয়াছে পূর্ব্বে তদ্দেশে রোমীয়র অধিকার প্রবল না থাকিলে উহা কখনই এরূপ হইতে পারিত না। ইউরোপের লোক সকল অধিকাংশই এক ধর্ম্মাবলম্বী—তাহাদিগের ভাষাও অনেকাংশে পরস্পর সদৃশ—তাহাদিগের পরিচ্ছদাদিরও অনেক মিল আছে—তাহাদিগের ব্যবস্থা-

প্রণালীও নিতান্ত বিসদৃশ নহে। সুতরাং ইউ-রোপ, পরস্পর স্বাধীন বহু জাতীয় লোকের নিবাস ভূমি হইয়াও অনেকাংশে এক রাজ্যের ন্যায় হইয়া আছে। পৃথিবীর অন্য কোন খণ্ডে এরূপ হয় নাই। এসিয়া খণ্ডে চীনীয় আরব এবং হিন্দু এই তিন জাতীয় লোকের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার সাদৃশ্য সহজে অনুভূত হয় না, কিন্তু ইউরোপে এমন দুইটী জাতি দৃষ্ট হয় না যাহারা পরস্পর তাদৃশ ভিন্ন স্বভাব। অতএব যদি কোন সময়ে মনুজ মাত্রেই এক জাতীয়, এক ধর্ম্মা-বলম্বী, এক মতানুগামী, এক ভাষা-ভাষী হইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ পরিহার পূর্ব্বক সচ্ছন্দে নিবাস করিয়া কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মের ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মানব জন্মের সফলতা সাধন করিবে এমন হয়, তবে রোমীয়েরা যে সেই সুখের কাল নিকটানয়ন করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং তাহার একটী প্রধান সোপান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত।